চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 232 Saturday, 22 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৩২ সংখ্যা ❋ ৫ শ্রাবণ, ১৪৩০, শনিবার, ২২ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শুক্রবার শ্রদ্ধা দিবসের মঞ্চে উঠেই তৃণমূল রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে।...বিস্তারিত পাতা ৩

অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়ায় দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জন সহ মার্কিন নোবেলজয়ীদেরও এবার 'স্বার্থপর' আখ্যা দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভারত ও শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা স্বার্থ এবং উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুক্রবার দিল্লিতে জোর দিয়ে এক কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কেরিয়ারের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ শততম ঐতিহাসিক ম্যাচে শতরানের সংখ্যায় ডন ব্র্যাডম্যানকে ছুঁলেন বিরাট কোহলি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কুর্সি নয়, লক্ষ্য বিজেপিকে হারানো

একুশের মঞ্চে 'ইন্ডিয়া' নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ পাখির চোখ এখন লোকসভা নির্বাচন। বেঙ্গালুরুর বৈঠকে ২৬ বিরোধী দল মিলে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছে। কংগ্রেস শিবির সেদিনই স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা প্রধানমন্ত্রিত্বের পদের জন্য বা ক্ষমতার পিছনে দৌড়াচ্ছে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বাঁচানো। আর এবার কংগ্রেসের পথে হাঁটল তৃণমূল শিবিরও। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ বার্তা, লোকসভার আগে জাতীয় রাজনীতিতে সব লড়াই হবে ইন্ডিয়া জোটের ব্যানারেই। সঙ্গে তৃণমূল যে কোনও পদের পিছনে ছুটছে না, সেই বার্তাও স্পষ্ট মমতার গলায়। জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলের কোনও 'চেয়ার' দরকার নেই। কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে হঠানোই ঘাসফুলের একমাত্র লক্ষ্য। তাই যাবতীয় লড়াই হবে বিরোধী জোটের ব্যানারের নীচেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বললেন, ''আমাদের চাওয়ার কিছু নেই। ইন্ডিয়া লড়বে। পাশে থাকবে তৃণমূল। জয় বাংলার মতো এবার জয় ইন্ডিয়া স্লোগানকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।'' এদিন একুশের মঞ্চে মণিপুরে মা বোনেদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তার পর দিদি বলেন, ''অরবিন্দের (পড়ুন অরবিন্দ কেজরিওয়াল) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী মিলে মণিপুরে যেতে পারি কিনা তা দেখতে বলেছি। ওখানে গিয়ে ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করব আমরা। সেখানকার মানুষের পাশে দাঁড়ব।'' মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনার ৭৮ দিন পর দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা, রাজস্থান, ছত্তীসগড়ের নাম উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর আশঙ্কা, ''বাংলাকে নতুন করে বদনাম করার চক্রান্ত চলছে। বিজেপি এবার নিজেরাই ঘটনা সাজিয়ে পুলওয়ামারের মতো ফেক নাটক করতে পারে। সেটা করে বাংলাকে অশান্ত করার চক্রান্ত করেছ ওরা, আমি সেই প্রমাণও পেয়েছি।'' এরপরেই মণিপুরের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির প্রসঙ্গটি টেনে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''মণিপুরের নাম বলতে গিয়ে বাংলা, রাজস্থান, ছত্তীসগড়ের নাম উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। অর্থাৎ বাংলারও বদনাম করতে চায় বিজেপি। ওরা চায় এখানে পুলওয়ামার মতো ঘটনা ঘটাতে। তাই সকলকে বলব সতর্ক থাকুন, কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না।'' এদিনের সভা থেকে নতুন স্কিমের ঘোষণা

করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কিমের নাম 'খেলা হবে'। এই 'খেলা হবে' স্কিম আসলে পশ্চিমবঙ্গের একটি বিকল্প ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। রাজ্যের টাকাতেই চালু হবে এই প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''তিন বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। তবু আমরা রাজ্যের পরিসরে জব কার্ড হোল্ডারদের দিয়ে ২৬ দিনের কাজ করিয়েছি। আগামী দিনে, আমরা আর কেন্দ্রের ভরসায় বসে থাকব না। বাংলায় একটা প্রকল্প নেব। সেটা হবে এই বাংলার ১০০ দিনের কাজ। তার নাম দেব-খেলা হবে। জব কার্ড হোল্ডাররাই এই কাজ পাবে।'' 'ইন্ডিয়া' জোটে বাংলায় তাঁর অন্যতম দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও সিপিএমও আছে। স্বভাবতই শুক্রবারের সভা নিয়ে কৌতূহল ছিল শহিদ দিবসের সভায় মমতা সিপিএম এবং কংগ্রেস সম্পর্কে কী বলেন। অতীতের সভাগুলিতে তিনি বিজেপির পাশাপাশি এই দুই দলকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। বিজেপির সঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেস রামধনু জোট করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন একাধিক সভায়। 'ইন্ডিয়া' জোট গঠিত হওয়ার পর হওয়া শুক্রবারের সভায় তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেস ও বামেদের বিজেপির সঙ্গে এক সারিতে রেখে আক্রমণ করেননি। এদিন কংগ্রেসকে কোনও আক্রমণ নেই। সিপিএমের নাম নিলেন বটে। কিন্তু তাতে সে ভাবে ঝাঁজ ছিল না। শুক্রবার ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪৩ মিনিটের বক্তৃতার 'রাজনৈতিক নির্যাস' এটিই। যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীর কাছে এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে 'ইন্ডিয়া'। তাঁর কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বিজেপির বিরোধী জোট এবং তার শরিকেরা। শুক্রবার একটি বারই মমতা তাঁর বক্তৃতায় বামেদের প্রসঙ্গ টানেন। তা-ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার প্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানার সঙ্গে। মমতা বলেন, ''বুদ্ধদেবর আমলে কী হয়েছিল? মমতার নামে আপনাদের তো চিরকাল 'অ্যালার্জি'! ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৮ সালে ভোটের দিনে ৩৯ জন মারা গিয়েছিল। এ বার মারা গিয়েছেন ২৯ জন। তার মধ্যে তৃণমূলেরই ১৮ জন।'' পঞ্চায়েত ভোটপ্রক্রিয়ায় 'হিংসা' এবং 'সন্ত্রাস' নিয়ে সরকার তথা শাসকদলকে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। সেই কারণেই মমতা ওই তুলনা টেনেছেন। পাশাপাশিই, উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ''৭১ হাজার বুথে ভোট হয়েছে। ভাঙড়ে হাঙরেরা গোলমাল করেছে। ডোমকলে গোলমাল হয়েছে। সেখানে আমরা হেরেছি। চোপড়া-ইসলামপুরে আর কোচবিহারে গোলমাল হয়েছিল। যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার জন্য আমি দুঃখিত।'' আর বক্তৃতার শেষ দিকে বলেছেন, ''আমাদের পঞ্চায়েতগুলো সিপিএমের সরকারের কায়দায় কাজ করবে না। আমাদের সরকারের মতো করবে।'' এই পর্যন্তই! যা তুলনায় অনেক 'নরম' বলেই অনেকে মনে করছেন। মমতার বক্তৃতায় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। পঞ্চায়েত ভোটের প্রসঙ্গে সিপিএমের চেয়ে তিনি মোদিকে বিঁধেছেন অনেক বেশি তীক্ষ্ণতায়। কৌশলে সেই সমালোচনার সঙ্গে বাঙালি-অবাঙালি প্রসঙ্গটিও জুড়ে দিয়েছেন। তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীর থেকে শুক্রবার মমতা বেশি করে চোখে পড়েছেন 'ইন্ডিয়া'র (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স) প্রতিনিধি হিসাবে। বাংলায় বক্তৃতার মধ্যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় ব্যবহার করেছেন হিন্দি ভাষা। বলেছেন, 'হিন্দুস্তান জিতেগা, মোদি হারেগা, ভাজপা হারেগা।''

সাংসদ পদ কি ফিরে পাবেন রাহুল?

'মোদি' মামলায় গুজরাত সরকারকে সুপ্রিম নোটিস

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ 'মোদী' পদবী ঘিরে মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধি সদ্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের। সদ্য তাঁকে গুজরাট হাইকোর্ট এই মানহানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ জারি খারিজ করে দেয়। গুজরাট হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান রাহুল। এরপরই এদিন সুপ্রিম কোর্ট, গুজরাট হাইকোর্টের নির্দেশের সাপেক্ষে নোটিস ইস্যু করে। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে যে মামলা রাহুল গান্ধি দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টে, তার শুনানি আগামী ৪ আগস্ট হবে বলে জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গভাই ও পিকে মিশ্রর বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, ''গোটা বিষয়টি হল যে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ বসবে, নাকি বসবে না?'' এই বিষয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে মোদি পদবী সিংভি রাহুলের তরফে ছিলেন। অন্যদিকে, আরও এক সিনিয়র আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি ছিলেন বিপক্ষে। এদিকে, বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর আগে বিচারপতি গভাই কোর্টকে জানান, তাঁর বাবা গত ৪০ বছর ধরে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে বিচারপতি নিজে কংগ্রেসের সদস্য নন। গভাই জানান, তাঁর বাবা ''কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন, পরে রাজ্যপাল হয়েছিলেন কংগ্রেসের সাহায্যে, আমার ভাই রাজনীতিতে আছেন আর তিনি কংগ্রেসে আছেন।'' এরপরও এই মামলায় তাঁর কাছ থেকে আইনজীবীরা এই মামলা শুনতে চান কি না, তা জেনে নেন বিচারপতি। তারপর শুরু হয় মামলার শুনানি। এর প্রেক্ষিতে অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ''মাই লর্ড যেটা বললেন সেটা আমরা জানি। তবে সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতে সম্ভবত এটা তিনি বলতে

ঘিরে মানহানি মামলা দায়েরকারী বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদির থেকেও জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিকে, গুজরাট হাইকোর্টে এই মামলা ঘিরে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা বেশ দীর্ঘ ছিল। আর সেই দীর্ঘ নির্দেশপত্র দেখে বেশ খানিকটা বিরক্ত হয় সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ এতটা লম্বা কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ''আমরা এই বিষয়ে এতটা দীর্ঘ নির্দেশের কারণ বুঝতে পারলাম না। গুজরাট হাইকোর্ট ১০০ পাতার রায় দিয়েছে। এত লম্বা রায় লেখা হাইকোর্টের অদ্ভুত ব্যাপার।'' উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সিনিয়র আইনজীবী অভিষেক মনু বাধ্য হয়েছেন। আমাদের এতে সমস্যা নেই।'' উল্লেখ্য ২০১৯ সালে কর্নাটকের কোলারে লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, সমস্ত চোরদের পদবি মোদি হয় কেন? নীরব মোদিকে দেখুন বা ললিত মোদি, কিংবা নরেন্দ্র মোদি। রাহুলের এই মন্তব্যের পরই গুজরাটের বিজেপি সাংসদ পূর্ণেশ মোদি মানহানির মামলা করেন। গত ২৩ মার্চ সুরাট আদালতের তরফে মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দুই বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়। এর পরদিনই, ২৪ মার্চ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর, ঋণ দেবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার মাঝরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হাওড়ার মঙ্গলাহাট। আর শুক্রবার একুশের জুলাইয়ের সমাবেশ সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে নিজে ঘুরে সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন গোটা এলাকা। আর কথা বলেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বহু কাপড়ের দোকান। এই ঘটনা চাক্ষুষ করার পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে মঙ্গলাহাটে আগুনের লেলিহান শিখার সাক্ষী থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত আগুন বাড়তে থাকায় দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন নিরলস প্রচেষ্টায় এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে ওই আগুনে গোটা এলাকা এবং পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাজারের প্রায় সব দোকানপাঠ। হাহাকার শুরু করে দেন ব্যবসায়ীরা। খেলনা থেকে জামাকাপড়ের দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তোলেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, পরিকল্পনা করেই অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। যাতে মঙ্গলাহাট থেকে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা যায় বলে তাঁদের অভিযোগ। অন্যদিকে শুক্রবার

দুপুরে ধর্মতলা থেকে সোজা হাওড়ার মঙ্গলাহাটে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন ব্যবসায়ীরা তাঁর কানে অন্তর্ঘাতের কথা তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে নানা অভিযোগ জানান তাঁরা। ব্যবসায়ীদের সব কথা মন দিয়ে শোনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই তিনি বলেন, ''সিআইডি এই ঘটনার তদন্ত করবে। আর হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এবং সিআইডি মিলে তদন্ত করবে।'' তবে আগেই রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায় বলেছিলেন, ''কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ তদন্ত করবে। দোষীদের গ্রেফতার করা হবে।'' সব শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী একটি উদ্যোগ নেন। নতুন করে ব্যবসা যাতে শুরু করতে পারেন ব্যবসায়ীরা তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''প্রথমেই দেখতে হবে এই জমিটা কার। আমি হাওড়ার জেলাশাসককে বলেছি বিষয়টা দেখার জন্য। জেলাশাসক, হাওড়া পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায়, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের একজন করে থাকবেন এই টিমে। তাঁরা পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখবে। কেন এখানে বারবার আগুন লাগছে? নাকি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখতে হবে। জমিটা আমাদের এক্তিয়ারে থাকলে এখানে একটা বিল্ডিং বানিয়ে দিতে পারি। আর ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার ৫ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবে।''

পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছেলেখেলা করছে তৃণমূল সুকান্ত

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মণিপুরে মহিলাদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা নিয়ে সুর চড়ানোয় পালটা মমতার জমানায় নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। শুক্রবার ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে সুকান্তবাবু অভিযোগ করেন, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ঘটনায় মহিলাদের বিবস্ত্র করে অত্যাচার করা হয়েছে। তবে তার কোনও ভিডিয়ো না থাকায় সবাই চুপ। তাঁর প্রশ্ন, এদের বিচার দেবে কে? এদিন সুকান্ত বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ পাঁচলায় গ্রামসভায় বিজেপির হয়ে দাঁড়ানোর জন্য এক জন মহিলা বিজেপি কর্মীকে নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছে। এই ঘটনা কি মণিপুরের ঘটনার থেকে কম দুঃখজনক? কিন্তু এই ঘটনার কোনও ভিডিয়ো নেই।''

বিজেপি নেতাদের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব দলের, বললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২১ জুলাইঃ বিজেপি নেতাদের বাড়ি ও পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব দলের। তৃণমূলের কর্মসূচির পালটা হবে। শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দফতরের সামনে এমনই

হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''এর ফল মারাত্মক হবে এই হুঁশিয়ারিও আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাখলাম।'' শুক্রবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে রাজ্যের বকেয়া আদায়ে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৫ আগস্ট তৃণমূল কর্মীরা ৮ ঘণ্টা ধরে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখবেন বলে জানান তিনি। এর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার সময় বলেন, ''ঘেরাও হবে, তবে ১০০ মিটার দূরে। আর বাড়িতে ঢুকতে-বেরোতে বাধা যেন কেউ না পায়। কর্মসূচি পালন হবে ব্লক স্তর থেকে।'' এর জবাবে শুভেন্দুবাবু বলেন, ''আমরা কঠিন ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা এই জিনিস বরদাস্ত করব না। আমাদের সমস্ত কর্মীদের বাড়িকে, তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে, তাদের বাবা-মাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিজেপির। বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমি এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখব। এর ফল মারাত্মক হবে এই হুঁশিয়ারিও আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাখলাম। এটা অহঙ্কারী-দাম্ভিক নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ। কোনও দিন ভূভারতে বাড়িতে আক্রমণ কেউ করেনি। এর প্রবণতাই বাড়িতে আক্রমণ করা। আমার বাড়িতে বারে বারে আক্রমণ করেছে। আমাকে হাইকোর্টে যেতে হয়েছে।'' এদিন ভোট হিংসায় মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে নিয়ে পুলিশ সুপারের দফতরে এফআইআর করতে যান শুভেন্দুবাবু। বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ''বিষ্ণুপুরের আইসি পরিবারের অভিযোগ গ্রহণ করেননি। তাই আমরা পুলিশ সুপারের দফতরে এসে অভিযোগ করলাম।''

---

৫ আগস্ট রাজ্য জুড়ে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে, পুরসভায় যেখানে যত বিজেপি নেতা আছেন, তাঁদের বাড়ি ঘেরাও করার কর্মসূচির ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সভা মঞ্চে বক্তৃতা করার সময় এই ঘোষণা করলেন অভিষেক। 'দলনেত্রীর অনুমতি' নিয়ে আগামী ৫ আগস্ট, শনিবার সেই কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দলীয় কর্মীদের দিয়েছেন তিনি। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি বাড়ি ঘেরাও করার কথা বলেছেন। 'বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে' শান্তিপূর্ণ ভাবে এই কর্মসূচি পালনের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। শুধুমাত্র বিজেপি নেতাদের ওই বাড়িতে বাড়িতে ঢুকতে বা বেরতে বাধা দিতে বলেছেন তিনি। কিন্তু পদ্মশিবিরের নেতাদের বাড়ির বয়স্ক মানুষদের যেন কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলেছেন তিনি। ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে দিল্লি চলো কর্মসূচির আগে দলের কর্মীদের 'ট্রেলার' দেখাতে বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরই বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''৫ আগস্ট শনিবার বিজেপির ছোট, বড়, মাঝারি, সেজ, মেজ। বুথ থেকে অঞ্চল থেকে জেলা থেকে রাজ্য। যে কটা নেতা আছে আপনার ব্লকে, একটা তালিকা তৈরি করুন। ৫ আগস্ট শান্তিপূর্ণ ভাবে এদের বাড়ি ঘেরাও করুন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি বাড়ি ঘেরাও করুন। বাড়িতে যদি বয়স্ক কেউ থাকেন রাস্তা ছেড়ে দেবেন। কিন্তু বিজেপির নেতা যাঁরা আছেন, তিনি বাড়িতে ঢুকবেন না বেরবেন না। শান্তিপূর্ণ ভাবে করবেন। কারও প্রচারে পা দেবেন না। কারও গায়ে হাত দেবেন না।'' এর পর দলনেত্রীর অনুমতির প্রসঙ্গে বলেছেন, ''কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ৩৪১টি ব্লক, সব পুরসভা, বুথে এই কর্মসূচির ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে ঘোষণা করলাম।'' অভিষেকের বক্তব্যের পর শহিদ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে ওঠেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও কী ভাবে করা হবে, তার নির্দেশ দেন দলীয় কর্মীদের। মমতা বলেন, ''ব্লকে ব্লকে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করবে। বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে করবে। ইলেকশনে যেমন ১০০ মিটার দূরে ক্যাম্প হয়। যাতে কেউ বলতে পারবে না অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এটা একটা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চলবে।'' এর পরই এই কর্মসূচির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন দলনেত্রী। বলেছেন, ''কারণ বিজেপি নেতারা এখানে বলছে- ১০০ দিনের কাজের টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, বাংলার আবাস যোজনার টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, রাস্তার তৈরি টাকা তো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা যদি বন্ধ করে দাও, তোমরা তো সরকার নও। তোমাদের জবাব দিতে হবে। তুমি ১০০ দিনের কাজের টাকা আগে দিল্লি থেকে টাকা নিয়ে এসো। বাংলায় বসে বলবে বাংলাকে ভাতে মারো। বাংলাকে ভাতে মারা যাবে না। বাংলা অনেক শক্তিশালী।''

ছবি-সৌরভ দত্ত

অভিষেকের টুইট দিয়ে শুরু, বাড়তে থাকে স্মরণসভার অবয়ব

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট দিয়ে শুরু হয় স্মরণ বা শ্রদ্ধা। সময়ের সঙ্গে বা।তে থাকে স্মরণসভার অবয়ব। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের সকালে টুইট করে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে তিনি লেখেন, ' শহীদ দিবস আমাদের হৃদয়ে অগণিত আবেগ জাগিয়ে তোলে। আজ বাংলার সেই ১৩ জন বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যাঁরা অত্যাচারী শক্তি্র সঙ্গে লড়াই করে এবং গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবন উসর্গ করেছিলেন। এঁদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাব।''সভা শুরুর আগে মঞ্চের উপরে উঠে গান গাইতে শুরু করেন যুব তৃণমূল কর্মীরা। মঞ্চের সামনে বসে হাজার হাজার শ্রোতা। সমাবেশের মঞ্চে ওঠেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা। মঞ্চে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শান্তনু সেন, মালা রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।এ ছাড়াও ছিলেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। সম্প্রতি যাঁর বিভিন্ন মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি করেছে। মঞ্চে ছিলেন শিল্পী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও।সমাবেশের সভাপতিত্বের দায়িত্ব নিয়ে মঞ্চে কথা বলতে ওঠেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি সুব্রত বক্সী। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের স্মৃতি উস্কে দিয়ে তিনি বলেন, ' ভোটার কার্ডের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে শহিদ হয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা। তাঁদের বলিদান ব্যর্থ হয়নি। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন।''সুব্রতের পর মঞ্চে বক্তৃতা করতে ওঠেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক। এর পর মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা মঞ্চে উঠে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে আদিবাসীদের একত্রিত হওয়ার ডাক দেন।

ভারতের এবং বিশ্বের আর কারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০০ কিংবা তার বেশি ম্যাচ খেলেছেন

মুম্বই, ২১ জুলাই ঃএই মূহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিরাট কোহলি ভারতের চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন। ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড় ৫০৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন দেশের জার্সিতে। ভারতের হয়ে এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। সব মিলিয়ে তিনি ৬৬৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও খেলেছেন ৫৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ।বিশ্ব ক্রিকেটের আর যাঁরা ৫০০-র বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা হলেন-মহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সঙ্গাকারা, সন জয়সূর্য, রিকি পন্টিং, শাহিদ আফ্রিদি, জ্যাক কালিস। বিশ্বের দশম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০-র মাইলফলকে বিরাট।সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার দিক থেকে শীর্ষে সচিন তেন্ডুলকর (৬৬৪), এরপরই রয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার মহেলা জয়বর্ধনে (৬৫২)। সঙ্গাকারা (৫৯৪), সন জয়সূর্য (৫৮৬), রিকি পঃটিং (৫৬০), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৫৩৮), শাহিদ আফ্রিদি (৫২৪), জ্যাক কালিস (৫১৯), রাহুল দ্রাবিড় (৫০৯) এবং বিরাট কোহলি (৫০০)।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শুক্রবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায .বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের

দিল্লিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত মোদী ও রনিল, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময়

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ দিল্লিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে। মোদী ও রনিলের উপস্থিতিতে শুক্রবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে। দু'দিনের সফরে বৃহস্পতিবারই ভারতে এসেছেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে।এদিন সকালে তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে সাক্ষা করেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মিলিত হন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। প্রথমে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন মোদী ও রনিল। পরে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন।মোদী ও রনিলের উপস্থিতিতে শুক্রবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই স্বীকৃতির জন্য নেটওয়ার্ক-টু-নেটওয়ার্ক চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই চালু করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি, ফিনটেক সংযোগ বাড়াবে। তিনি আরও বলেন, আমি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে এবং তাঁর প্রতিনিধি দলকে ভারতে স্বাগত জানাই। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এক বছর পূর্ণ হওয়ায় আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীলঙ্কার জনগণ গত বছর অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আমরা সংকটের সময়ে শ্রীলঙ্কার জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে বলেছেন, গত এক বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসাধারণ চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে আমি বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে যে সংস্কার পদক্ষেপ নিয়েছি সে সম্পর্কেও আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উপলব্ধি করেছি। নিঃসন্দেহ আমাদের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়টিতে শ্রীলঙ্কার প্রতি সংহতি ও সমর্থনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

মণিপুরেরর সঙ্গে জঙ্গী যোগ স্পষ্ট বলে দাবি সংযুক্ত হিন্দু ফ্রন্টের

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে জঙ্গী যোগ স্পষ্ট বলে দাবি করলেন সংযুক্ত হিন্দু ফ্রন্ট সভাপতি শঙ্কর মণ্ডল। তাঁর দাবি, মণিপুরের ঘটনা সেই রাজ্যের সরকার বা কোন রাজনৈতিক দলের নয়। এটা অবশ্যই দেশের সমস্যা, আর সেই সমস্যার ব্যাপারে সরকার চেষ্টা করছে। তা খুব দ্রুত সমাধান করবে।শঙ্করবাবুর মতে, ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করাটাই একটা বা ঘটনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কাশ্মীর পাঞ্জাব অসম নাগাল্যান্ড এরকম অনেক রাজ্যেই এই ধরনের ঘটনার মোকাবিলা সরকারকে কোনও না কোনও সময় করতে হয়েছে। তাই এই মণিপুর দেখিয়ে যারা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সমালোচনাকে সমর্থন করছে, তাতে ওদের মুর্খামী আরও একবার প্রমাণ করলো।শঙ্করবাবুর কথায়, কমিউনিষ্ট নামক বিষাক্ত দর্শন যদি জীবিত থাকে তাহলে বারবার মণিপুরের মত ঘটনা যে কোন জায়গায় ঘটতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না, এই মণিপুরের ঘটনার পেছনে ধর্মীয় উন্মাদনা, মাদকের পাচার ও বিদেশী শক্তি্র মদত, তাকে অবশ্যই কঠিন কাজ মোকাবিলা করা। আর এই বিদেশী শক্তি্কে আদর্শগতভাবে সমর্থনকারী দলই হল কমিউনিষ্ট।সুতরাং ল।াই কঠিন, আর সমস্ত চোর জোচ্চররা এক হয়ে দেশের নাম ব্যবহার করে জোট তৈরি করাটাও একটা ভাববার বিষয়। নাটক নয়, বিরোধীদের উচিত সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে এর মোকাবিলা করা।

একঘন্টার ব্যবধানে ৪-বার ভূমিকম্পে জয়পুরে কাঁপল ঘর-বাড়ি, আতঙ্ক মরুরাজ্যে

জয়পুর, ২১ জুলাই ঃএকঘন্টার ব্যবধানে ৪-বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। শুক্রবার ভোর ৪.০৯ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৪.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জয়পুরে, এরপর ৪.২২ মিনিট নাগাদ ৩.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়, কিছু সময়ের মধ্যেই ৪.২৫ মিনিট নাগাদ ৩.৪ এবং ৪.৩১ মিনিট নাগাদ ২.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজস্থানের জয়পুরে।উপর্যুপরি ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়ি, সেই সময় মানুষজন ঘুমিয়ে ছিলেন। কম্পন টের পাওয়া মাত্রই জয়পুরের মানুষজন আতঙ্কে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। জয়পুরের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল। সৌভাগ্যবশত ভূমিকম্পে হতাহতের ও বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

রাশিয়ার বিরোধী নেতা নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন

মস্কো, ২১ জুলাই ঃরাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচক ও বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন । নাভালনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ১১ বছরের বেশি সময় জেলে কাটানোর পরও এই আবেদন করেছেন দেশটির সরকারি আইনজীবীরা। তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা আনা হয়েছে। এবারও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি উগ্রপন্থার সমর্থক। আগামী ৪ আগস্ট আদালত এ বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন।নাভালনির রাজনৈতিক বন্ধু ইভান ঝাডানভ জানিয়েছেন, রাশিয়ার সরকারি আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, নাভালনির যেন আরও ২০ বছর জেল হয়। কারণ, তিনি উগ্রপন্থাকে উৎসকানি দেন, এর জন্য অর্থসাহায্য করেন। নাভালনি ও তাঁর সঙ্গীদের দাবি, আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই শাস্তি চেয়েছেন সরকারি আইনজীবী। নাভালনি বলেছেন, রাশিয়া গরিব মানুষদের হয় কাদার বা রক্তের পুকুরে ফেলে দিচ্ছে। তাদের হাত-পা ভাঙছে। লাখো মানুষ মারা যাচ্ছেন। একুশ শতকের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও চেতনাহীন লড়াই চলছে।এদিকে ক্রেমলিনের দাবি, তারা এই মামলা নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করছে না। আদালত যা ঠিক করবেন তাই হবে।

মণিপুরে চার্চ ধ্বংসের প্রতিবাদে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতির পদত্যাগ

আইজল, ২১ জুলাই ঃ মণিপুরে চার্চ ধ্বংসের প্রতিবাদে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতি আর ভনরামসুয়াঙ্গা তাঁর পদে ইস্তফা দিয়েছেন। গত ১৩ জুলাই প্রদেশ সভাপতির কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন ভনরামসুয়াঙ্গা।পদত্যাগপত্রের আর ভনরামসুয়াঙ্গা লিখেছেন, তাঁর বিশ্বাস, মণিপুরে একের পর এক খ্রিষ্টান চার্চের ব্যাপক ধ্বংসের পেছনে রাজ্য এবং কেন্দ্রের সমর্থন ছিল। খ্রিষ্টান এবং খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অপরাধজনিত অবিচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ অবিলম্বে কার্যকর করতে বিজেপির মিজোরাম প্রদেশ উপ-সভাপতি পদে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন।প্রদেশ সভাপতিকে লেখা পদত্যাগপত্রে তিনি আরও লিখেছেন, মণিপুরে সাম্প্রতিক জাতিগত সংঘাতের ফলে ৩৫৭টি খ্রিষ্টান চার্চ, যাজক আবাস এবং বিভিন্ন চার্চের অফিস বিল্ডিং মেইতেই জঙ্গিরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তবে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এবং কেন্দ্রীলিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চার্চগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী করেননি আর ভনরামসয়াঙ্গা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাঙ্গাবিধ্বস্ত মণিপুরে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গিয়েছেন, তাই তাঁকেও এ সব ঘটনার জন্য দায়ী করতে চান না তিনি।' কেন্দ্রীয় সরকার খ্রিষ্টান গির্জাগুলি পোড়ানোর নিন্দা জানাতে কোনও শব্দ ব্যয় করেনি। তাই আমি বিশ্বাস করি, মণিপুরে খ্রিষ্টান চার্চের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পক্ষ সমর্থন করেছিল।' চিঠিতে খোলাখুলি লিখেছেন পদত্যাগী বিজেপি নেতা ভনরামসুয়াঙ্গা।

মিশন লাইফ সমস্ত অংশীদারদের পরিবেশ রক্ষার ট্রাস্টি করে তোলে

নয়াদিল্লি,২১জুলাইঃমিশন লাইফ বিশ্বাস করে যে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে। আমি আপনাকে দুটি খুব আকর্ষণীয় উদাহরণ দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে কিছু লোক এসির তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেট করে। কিন্তু এসির তাপমাত্রা কমার পর এই মানুষগুলো কম্বল বা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমায়। এসি-তে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে পরিবেশ বাঁচাতে পারি। অর্থাৎ, আমরা যদি আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করি তবে তা পরিবেশের জন্য একটি বড় সহায়ক হবে। আমাদের জীবনধারার আরেকটি উদাহরণ দিই। কিছু লোক তাদের গাড়িতে জিমে যায় যার গড় মাইলেজ প্রতি লিটারে ৫ কিলোমিটার এবং তারপর জিমে ট্রেডমিলে ঘাম ঝরান। এখন যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ঘাম ঝরানো, তাহলে আপনি কেন শুধু হাঁটা বা সাইকেল চালিয়ে জিমে যান না? এইভাবে পরিবেশ এবং আমাদের স্বাস্থ্য উভয়ই উপকৃত হবে। বন্ধুগণ,এভাবেই একজন ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জীবনধারা পরিবর্তন করে বড় ফল বয়ে আনতে পারে। আমি আরেকটি উদাহরণ শেয়ার করতে চাই। ভারতে, আমরা কয়েক বছর আগে দেশবাসীকে আরও বেশি করে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিদ্যুৎ বিল কমানো, বিদ্যুৎতের দাম কমানো এবং পরিবেশ রক্ষা করা। সরকার এলইডি বাল্বের একটি প্রকল্প শুরু করেছে এবং দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রও এর একটি অংশ হয়ে উঠেছে। আজ যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এখানে এসেছেন তাঁরা জেনে অবাক হবেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের মানুষ তাদের বাড়িতে ১৬০ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বসিয়েছেন! ফলস্বরূপ, আমরা ১০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে পেরেছি। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে এটি প্রতি বছরই ঘটে চলেছে। এটি শুধু এককালীন সাফল্য নয়, এটি প্রতি বছরই আমাদের সাহায্য করে চলেছে। এলইডির কারণে এখন প্রতি বছর কার্বন নির্গমন অনেকটাই কমতে শুরু করেছে!বন্ধুগণ,গুজরাট মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। তাই তিনি সেইসব চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন যাঁরা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের গুরুত্ব বুঝতেন। তিনি ট্রাস্টিশিপের ধারণা তৈরি করেছিলেন। মিশন লাইফ সমস্ত অংশীদারদের পরিবেশ রক্ষার ট্রাস্টি করে তোলে। ট্রাস্টি এমন একজন যিনি সম্পদের নির্বিচারে ব্যবহারের অনুমতি দেন না। একজন ট্রাস্টি শোষক হিসেবে কাজ করেন না বরং একজন রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ' মিশন লাইফ পি-৩' - এই ধারণাকে শক্তিশালী করবে। ' মানে প্রো প্ল্যানেট পিপল। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমরা গোষ্ঠীবাদের কথা বলি অর্থা, কোন দেশ কোন দলে বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ' মিশন লাইফ'-ই পৃথিবীর মানুষকে প্রো প্ল্যানেট পিপল হিসেবে সংযুক্ত করে এবং তাঁদের অনুরূপ চিন্তাসূত্রে যুক্ত করে। এটি 'গ্রহের জীবনশৈলী, গ্রহের জন্য এবং গ্রহ দ্বারা' - এই মৌলিক নীতির উপর কাজ করে।বন্ধুগণ,অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্য গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পূজা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। জল, স্থল, বায়ু এবং সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের গুরুত্ব আমাদের বেদে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদ বলেঃ অর্থাৎ, পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। 'রিডিউস, রি-ইউজ অ্যান্ড রি-সাইকেল' এবং চক্রাকার অর্থনীতি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক দেশে এমন প্রথা আজও প্রচলিত আছে যা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে। ' লাইফ'ই প্রকৃতির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে যুক্ত করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা গ্রহণ করেছিলেন সেটিকে আজ আমাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ করতে পারি।বন্ধুগণ,আজ ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তবুও, ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়লা এবং কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ' প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। জল সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আমরা আজ ভারতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি 'অমৃত সরোবর' নির্মাণের জন্য ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছি। এখানে 'ধনের অপচয়'-এর ওপর অভূতপূর্ব জোর দেওয়া হচ্ছে। আজ, ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষমতা রয়েছে। আজ আমরা বায়ু শক্তিতে চার নম্বরে এবং সৌরশক্তিতে পাঁচ নম্বরে আছি। গত ৭-৮ বছরে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময় সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যও পূরণ করেছি। আমরা পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যও অর্জন করেছি, এবং তাও সময়সীমার পাঁচ মাস আগে। এখন ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ভারতও হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের জন্য পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসেবের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং গুজরাট এই সবুজ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে তাদের 'নেট জিরো'-এর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।বন্ধুগণ, আজ ভারত শুধু অগ্রগতিই করছে না বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য সমাধানও দিচ্ছে এবং একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু একই সাথে আমাদের বনাঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে এবং বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত এখন বিশ্বের সাথে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড'-এর মতো ক্যাম্পেনগুলি এই ধরনের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। 'বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো'র জন্য জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছে। মিশন লাইফ এই দিকের একটি পরবর্তী পদক্ষেপ।বন্ধুগণ,মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আমার সাথে একমত হবেন যে যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ একসাথে কাজ করেছে, বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলার নতুন উপায় পাওয়া গেছে। ভারত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব করেছিল, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমর্থন করেছিল।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কর্মসংস্থানের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে প্রযুক্তিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে কর্মসংস্থানের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে ভার্চুয়ালি জি-২০ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সভাটি এমন একটি দেশে হচ্ছে যেখানে সর্বশেষ প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরের সময় বিপুল সংখ্যক প্রযুক্তি নির্ভর চাকরি তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সকলকে আগাম প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়া ব্যবহারে আমাদের কর্মশক্তিকে দক্ষ করতে হবে। স্কিলিং, রিস্কিলিং এবং আপস্কিলিং হল ভবিষ্য কর্মশক্তির মন্ত্র। ভারতে আমাদের ''স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'' এই বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি অভিযান। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন সময় এসেছে প্রকৃত অর্থে দক্ষতার বিকাশের, জি-২০ অবশ্যই এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি দক্ষতা এবং যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা পেশার আন্তর্জাতিক রেফারেন্স শুরু করার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি। এ জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং অভিবাসন ও গতিশীলতা অংশীদারিত্বের নতুন মডেল প্রয়োজন।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ তৈরি করতে আমাদের সুস্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং আরও নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সহজলভ্য করার জন্য আমাদের নতুন মডেলেরও প্রয়োজন।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর নামল আরও কিছুটা, পৌঁছল ২০৫.২৫ মিটারে

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে কমেই চলেছে। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে দিল্লিতে যমুনার জলস্তর নেমে ২০৫.২৫ মিটারে পৌঁছেছে (পুরানো রেল সেতু), যা বিপদসীমার নীচেই। যমুনার জলস্তর নামতেই দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে জল নামছে, স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে যমুনা সংলগ্ন দিল্লির বিভিন্ন জায়গা।যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি ও রাজধানীতে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বহু মানুষ রিং রোডের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, শুক্রবারও ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছে মানুষজনকে। সকলেই চাইছেন নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে, চাইছেন যমুনার জলস্তর আরও যেন নেমে যায়।

মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ১৬, কাদামাটিতে এখনও অনেকের আটকে থাকার শঙ্কা

রায়গড়, ২১ জুলাই ঃমহারাষ্ট্রের রায়গ। জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বে।ে পৌঁছেছে ১৬-তে, কাদামাটিতে এখনও বেশ কিছু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিধসের ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৭৫ জন। প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। শুক্রবার সকালেও ভূমিধস-কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলতে থাকে জোরকদমে।শুক্রবার সকালে এনডিআরএফ-এর ৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইন্সপেক্টর রাহুল কুমার রঘুবংশ বলেছেন, আমরা তিন ধরনের তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছি, এটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ট্রেক, যদিও এ জন্য আমরা প্রশিক্ষণরত। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রায়গড়ের খালাপুর তহসিলের ইরশালওয়াড়ি গ্রামে আচমকা ধস নামে। পাহাড়ের উপর বেশ কয়েকটি বাড়ি ধসে যায়। মাটিতে বসে যায় কিছু কিছু বাড়ি। ওই এলাকার মোট ৪৮টি পরিবার এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৩, রাতের অন্ধকারের জন্য উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখা হয়। শুক্রবার সকালে পুনরায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। এখনও পর্যন্ত মোট ১৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে।

১০ হাজার পিএমবিজেকে খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকারঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ আগামী বছরের মার্চের মধ্যে ১০ হাজার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। শুক্রবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। লোকসভায় এদিন লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া জানান, এই বছরের জুনের শেষ অবধি সমগ্র দেশে ৯ হাজার ৫১২টি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) খোলা হযেছে।অপর এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া জানান, গোটা দেশে জন ঔষধি কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ ওষুধ কেনেন। লোকসভায় এদিন প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র-র সুফল তুলে ধরেন মনসুখ মান্ডভিয়া।

অসমে ডিলিমিটেশনের ওপর নিব্বাচন কমিশনের গণ-শুনানি

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই ঃ অসমে সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচন এলাকা পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন)-এর ওপর নিব্বাচন কমিশন শুরু করেছে গণ-শুনানি। ডিলিমিটেশনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে চলমান প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পূব্বনির্ধারিত কার্য্যসূচিতে কিছু পরিবর্তন করেছিল কমিশন। এ সম্পর্কে গতকাল মঙ্গলবার ভারতের ন্বিাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন সংশোধিত সূচি প্রকাশ করে জানিয়েছিল, ১৯, ২০ এবং ২১ জুলাই, তিনদিন গুয়াহাটিতে সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচন এলাকা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হবে শুনানি।ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পাঁচ সদস্যের দল গুয়াহাটি এসে পৌঁছে গেছে। দলে রয়েছেন মুখ্য নিব্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নিব্বাচন কমিশনার অনুপ পাণ্ডে, নিব্বাচনী আধিকারিক অরুণ গোয়েল, উপ-নিব্বাচনী আধিকারিক ধর্মেন্দ্র এবং আরকে গুপ্তা। কমিশনের সঙ্গে ডিলিমিটেশন নিয়ে মতামত জানাবেন জাতীয়, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।এদিকে শুনানির সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য রাজ্য প্রশাসন শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র ও সংলগ্ন এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়েছে। অন্যদিকে নিব্বাচন কমিশনের নির্দেশ, শুনানি তথা বৈঠকের সময় কোনও প্রতিনিধি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না, ওই সময় তাঁদের মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করে রাখতে বলেছে কমিশন।নির্বাচন কমিশনের দল আজ গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের পৃথক তিনটি হল-এ বেলা ২০০টা থেকে শুরু করেছে শুনানি পর্ব। সে অনুযায়ী শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে কামরূপ মেট্রো, পশ্চিম কারবি আংলং, চিরাং, বাকসা এবং ডিমা হাসাও জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের মতামত নিচ্ছে কমিশনের দল। এছাড়া শ্রীশ্রী মাধবদেব প্রেক্ষাগৃহের ৩ নম্বর হল-এ কামরূপ (গ্রামীণ), ওদালগুড়ি, কারবি আংলং এবং কোকরাঝাড় জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈঠক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২জুলাইঃশনিবার, ৫শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২জুলাই২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষভ রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা
মিথুন রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্হ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- ।
সিংহ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
কন্যা রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।শুভদিন
তুলা রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।
ধনু রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।
মকর রাশিঃ নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত ।
কুম্ভ রাশিঃসাময়িক স্বাস্থ্যভঙ্গ আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।বিবাহের যোগ হবে
মীন রাশিঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। আপনার

হুগলির গোঘাটের গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ব্যাপক সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ২১ জুলাই ঃ তিনদিন ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে একটি গ্রাম। তার জেরে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকির পাড়া এলাকায়। বারবার বিদ্যুৎ দফতরে অভিযোগ করা হলেও কোন কাজের কাজ হয়নি। তাই গ্রামবাসীরা সকলে মিলে ইলেকট্রিক অফিসে দ্বারস্থ হয়। জানা যায় মঙ্গলবার থেকে ওই এলাকাতে বিদ্যুৎ নেই। এর ফলে গোটা গ্রাম অন্ধকারে বসবাস করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বাড়ির কাজকর্ম থেকে শুরু করে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যার কথা বিদ্যুৎ দফতরে বিষয়টি নিয়ে জানালে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। উল্লেখ্য,মঙ্গলবার থেকে গোটা গ্রাম অন্ধকার অবস্থায় রয়েছে। জানা গেছে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের জেরে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায়। আর তাতেই চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদেরকে। তাদের অভিযোগ এখনো পর্যন্ত কেন বিদ্যুৎ পৌঁছালো না বাড়িতে। তার জেরে বিদ্যুৎ দফতরে এসে গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায়। এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ দেখানো বন্ধ করে গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় তিন দিন ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় বসবাস করতে হচ্ছে। প্রচন্ড গরম এবং বাড়িতে কাজকর্ম করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হঠাৎ করে গ্রামের মধ্যে ট্রান্সফর্রমার পুড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করা হলেও কাজের কাজ হয়নি। দফতরের আধিকারিকরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু কোনরূপ সমস্যা মেটেনি। তারা সকলেই চাইছেন অবিলম্বে বিদ্যুৎ লাইন ঠিক করে গ্রামের মধ্যে সকল বাড়িতে আলো জ্বলে উঠুক।

দু হাত তুলে তৃণমূল সরকারকে আশীর্বাদ করুন

মঞ্চে মুখর ই ডি অভিযুক্ত সায়নীও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ শুক্রবার শ্রদ্ধা দিবসের মঞ্চে উঠেই তৃণমূল রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। গত ৩০শে জুন ই ডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার আগে ও পরে কিছুদিনের জন্য তিনি আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। আর তারপরেই তাঁর ২১শে'র মঞ্চে আসা নিয়ে বিস্তর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল কলকাতার রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু সব জল্পনা কল্পনা অবসান ঘটিয়ে সায়নী এসে মঞ্চ থেকে তোপ দাগলেন বিজেপি-র দিকে। সমাবেশে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের বুকে যাতে এই জনবিরোধী সরকার ফের মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, সেই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। ৯ বছর আগে আপনারা পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাজার করতে যেতেন। তারপর ব্যাগ ভর্তি বাজার করে বাড়ি ফিরতেন। আর এখন ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে বাজারে যান। আর পকেটে করে জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কেন্দ্রের সরকার এই অবস্থা করেছে সাধারণ মানুষের। তাই ২০২৪ সালে এই জনবিরোধী সরকারকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। সেটা আপনারাই পারবেন'। সমাবেশে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের বুকে যাতে এই জনবিরোধী সরকার ফের মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, সেই দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। সবাই দু হাত তুলে তৃণমূল সরকারকে আশীর্বাদ করুন'। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে থাকাকালীন গত ৩০শে জুন সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়োগ দুর্নীতিতে জেরার জন্য সায়নীকে তলব করে ই ডি। ভোটের প্রচার ছেড়ে হাজিরাও দেন সায়নী। সঙ্গে জানিয়েছিলেন, তদন্তের স্বার্থে যখনই তাঁকে ডাকা হবে, তখনই তিনি আসবেন। তদন্তে সবরকম সহযোগিতাও করবেন। কিন্তু ৫ই জুলাই তাঁকে জেরার জন্য ই ডি তলব করলে যাননি সায়নী। সেই সময় দলের হয়ে ভোটের প্রচারে নেমেছিলেন তিনি। ই ডি-র মুখোমুখি হওয়ার পর প্রকাশ্যে সেভাবে কিছু না জানালেও শুক্রবারের সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিনেত্রী তথা যুব নেত্রী সায়নী কি বক্তব্য পেশ করেন তা নিয়ে আগ্রহ ছিল সকলেরই। তিনি বক্তব্য রাখাকালীন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে হাজির হওয়ায় বক্তব্য ছোট করে দিতে হয় সায়নীকে। তার মধ্যেই তিনি যেভাবে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রকে, তা আলাদাই ইঙ্গিত বহন করছে'। সায়নীর কথাতে উঠে আসে মণিপুর প্রসঙ্গও। তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সব গাড়ি সব লরিতে লিখে রাখে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও। বড় বড় হরফে লেখা থাকে। আর এদিকে মণিপুরে যখন কুকি সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে প্যারেড করানো হয়, তখন ওরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকে'। ছবি- সৌরভ দত্ত।

বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয় হাওড়া সদরের বিভিন্ন ব্লকেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয় হাওড়া সদরের বিভিন্ন ব্লকেও। শুক্রবার ২১ জুলাই বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয় হাওড়া সদরের বিভিন্ন ব্লকেও। শুক্রবার তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের দিনই জেলায় জেলায় এই বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেয় বিজেপি নেতৃত্ব। পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে গত বুধবার কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানেই এদিনের এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। ভোট লুঠে তৃণমূলকে সাহায্য করেছেন বিডিওরা এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার ২১ জুলাই তৃণমূলের সমাবেশের দিনই রাজ্যে বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। এদিন হাওড়ার বালি-জগাছা বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের সদর জেলা সভাপতি মণিমোহন ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি ডাঃ সুজয় পালিত, সম্পাদক অজয় মান্না, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পৌলমী আদক সহ মন্ডল ২ ও ৩ এর সভাপতি এবং কার্যকর্তাবৃন্দ। বিজেপির অভিযোগ, পক্ষপাতিত্ব থেকে শুরু করে কারচুপি, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে বিডিওদের বিরুদ্ধে। এমনকি, একাধিক বিডিও-কে কোর্টে তলব করা হয়েছে। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই এদিন বিডিও অফিসে ঘেরাও আন্দোলনে করে বিজেপি।

মেট্রোর কাজের জন্য ময়দানের পাঁচটি ক্লাব বন্ধ থাকবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ মেট্রো রেল তাদের জোকা ধর্মতলা প্রকল্পের কাজের জন্য মধ্য কলকাতার ধর্মতলার ময়দান এলাকার পাঁচটি ক্লাবকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই করিডরে পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন এর কাজ শীঘ্রই শুরু করার কথা মাথায় রেখে রাজ্য পরিবহন দপ্তর, কলকাতা পুরসভা,কলকাতা পুলিশ, রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড ও বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মেট্রোর তরফে আজ এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের কাজের জন্য কলকাতা পুলিশ ক্লাব, কলকাতা কেনেলস ক্লাব, রাজস্থান, কালীঘাট এবং খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়াও কলকাতা মাউন্টেন পুলিশের রাইডিং স্কুলটিকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড পুনরায় ক্লাবগুলিকে তৈরি করে দেবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শাসকের দালালি এভাবে আর কতদিন করবেনঃ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা, ২১ জুলাই ঃ কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত ভোটে, ভোট লুট , মানুষ হত্যা থেকে শুরু করে। বিরোধীদের ধমকি, এইসবই দেখেছে বাংলার মানুষ সেই কারণেই। উনিশে জুলাই কলকাতায় বিজেপি একটি মিছিল করে। সেই মিছিল থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নির্দেশ দিয়েছিলেন একুশে জুলাই বিডিও ঘেরাও কর্মসূচি করতে হবে। দলীয় নেতৃত্বের সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে আজ চন্ডীতলা ব্লক টু বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকরা। কালো গোলাপ এবং কালো মিষ্টির প্যাকেট বিডিওর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং তার সাথে ডেপুটেশনও দেওয়া হয় ,এবং তারা জানান। পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে। ভোট লুট হয়েছে। বিডিও অফিসারেরা তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছে। তার জন্যেই। আজকে বিডিও ঘেরাও এবং। বিডিও অফিসারকে কালো গোলাপ এবং কালো মিষ্টি এই উপহার তুলে দেওয়া। তারা বলেন গণতন্ত্রের হয়ে কাজ করুন মানুষের হয়ে কাজ করুন। শাসকের দালালি এভাবে আর কতদিন করবেন।

রাস্তায় বাস অটো কোনও গণপরিবহণ না থাকায় মানুষজনকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়

বনস্পতি দে, আরামবাগ, হুগলি, ২১ জুলাই ঃ শুক্রবার একুশে জুলাই উপলক্ষে কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ ছিল। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রেন, বাসে করে শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা কলকাতায় আসেন। একই ছবি দেখা গিয়েছে হুগলিতে। কলকাতা লাগোয়া জেলা হাওয়ায় এখানকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা নিজের নিজের এলাকায় বাস বুক করে তাতে চড়ে কলকাতায় আসেন। জেলার বেশিরভাগ বাস একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে চলে যাওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের জন্য শুক্রবার পথে যানবাহনের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ফলে পথে বেরিয়ে ব্যাপক ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। শুক্রবার রাস্তায় বাস থেকে শুরু করে অটো প্রায় কোন্‌ও গণপরিবহণ'ই না থাকায় মানুষজনকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হল হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় তিন দিন আগে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে যাত্রীবাহী বাস। ফলে চরম সঙ্কটে পড়েছেন যাত্রীরা। যা শুক্রবার ব্যাপক আকার ধারণ করে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অফিস যাত্রী প্রায় কেউই এদিন সময় মতো গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি। এমনকি বেশিরভাগ এলাকায় অটো'ও এদিন পথে নামেনি। কারণ অটোচালকরা দলবেঁধে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এরফলে অনেকেই জরুরি কাজে সময় পৌঁছনোর জন্য মোটা টাকা খরচ করে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করেন। যাও দু-একটা বাস পাওয়া গিয়েছে তাতেও ছিল বাদুড়ঝোলা ভিড়। লোকাল ট্রেনেও ঠাঁই নাই অবস্থা। এদিন বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েও স্কুলে পৌঁছতে পারেনি ছাত্র-ছাত্রীরা। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই বাড়ি ফিরে যায়। ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, শুক্রবার সমাবেশ থাকলেও তিন দিন আগে থেকে কেন গাড়ি তুলে নেওয়া হল? কেন অতিরিক্ত সরকারি বাস চালিয়ে প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বাড়ির তিনতলার ব্যালকনি থেকে নিচে পড়ে মৃত বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাই ঃ বাড়ির তিনতলার ব্যালকনি থেকে রাস্তায় পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার বাঁকড়া দক্ষিণপল্লীতে। জানা গেছে, মৃতের নাম শুভেদু সাউ। বয়স ৫৬। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন তিনি বানির নিচ থেকে চা নিয়ে তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকাই তিনি সেখান থেকে নিচের রাস্তায় পড়ে যান। এরপর তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হলে চিকিসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুভেন্দুবাবুর এক ছেলে। তিনি চাকরি সূত্রে কলকাতায় আছেন। এই ঘটনা কিভাবে ঘটলো তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

ভবানী ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ হাওড়ার পাঁচলায় একজন মহিলাকে নিগ্রহ করার ঘটনায় এফ আই আর দায়ের করা হলেও অভিযোগকারীনি অভিযোগ মত তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখাতে পারেননি বলে রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য জানিয়েছেন। আজ কলকাতার ভবানী ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন গত ১৩ই জুলাই ই মেল মারফত হাওড়া গ্রামীনে ঐ মহিলা অভিযোগ দায়ের করার পরে অভিযোগকারি এবং তার পরিবারকে পুলিশ একাধিকবার ডেকে পাঠালেও এবং আদালতে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার কথা বললেও তাদের তরফে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে এই অভিযোগের পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেও তিনি জানান।

হকের দাবিতে আন্দোলনে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন হুগলির অসীম দাস

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ জুলাই ঃ 'নো আইডেন্টি কার্ড, নো ইলেকশন', হকের দাবিতে আন্দোলনে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন হুগলির অসীম দাস। ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাই, এই দিনটির কথা মনে পড়লেই বুক কেঁপে ওঠে সাহাগঞ্জের দাস পরিবারের। এই দিনেই ছোট ভাই হারিয়েছিল তাঁর মেজ দাদাকে। শুক্রবার কলকাতার ধর্মতলায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছরের মতন এই বছরও চুঁচুড়ার সাহাগঞ্জের ঝাঁপপুকুর এলাকায় অসীমের বাড়িতে এসে পৌঁছেছে শহিদ দিবসের আমন্ত্রণপত্র। ১৯৯৩ সালে তখন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ভোটার কার্ডের দাবিতে হাওড়া থেকে মহাকরণ অভিযান করেছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল কিছুটা এগোতেই পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয় সবাইকে। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলকাতার রাজপথ। সংঘর্ষে ও পুলিশের গুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু ঘটে। তাঁদের মধ্যে একজন হুগলির অসীম। ৩০ বছর আগের স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেন না অসীমের ভাই শিবু দাস সহ তার পরিবার। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই ঝাঁপপুকুর এলাকায় শহিদ অসীম দাসের নামে তৈরি হয়েছে কার্যালয়। ভাইয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে.দাদা শিবু দাস বলেন, 'তকালীন বাম আমলে মমতা বঃন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভোটার কার্ডের দাবিতে কলকাতার রাজপথে মিছিলে গিয়েছিলাম। তকালীন বামফ্রন্ট সরকার নির্বিচারে মিছিলের উপর গুলি চালায়। সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় মেজো দাদা অসীম সহ আরও ১২ জনের। সেই সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। কলকাতায় যাতে মিছিল পৌঁছতে না পারে সেজন্য হাওড়া ব্রিজের কাছেই ব্যারিকেড করে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি ও লাঠিচার্জ করতে থাকে। ২১শে জুলাইয়ের মহাসমাবেশে প্রতি বছরই আমরা কলকাতায় যাই। এবারও তার অন্যতা হয় নি।' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী। তাঁর আদর্শ মূল্যবোধের রাজনীতি দেখে আমরা কংগ্রেসের যোগদান করেছিলাম। ১৯৯৩ সালে যখন দাদা মারা যান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছর পর নতুন করে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন, যার নাম দেন তৃণমূল কংগ্রেস। তখন থেকেই আমরা দিদির সঙ্গে রয়েছি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, দলের সভানেত্রী থাকবেন, বিকল্প অন্য কিছু চিন্তা করব না। আগামী সময়ে দিদি যতদিন থাকবেন, ততদিন সেই ভাবেই চলবে। দিদি না থাকাকালীন বিকল্প চিন্তা করব। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প নেই। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে পশ্চিমবঙ্গের শহিদ পরিবারগুলিকে মনে রেখেছেন একমাত্র দিদি।'

অভিজাত হোটেলে থেকে আত্মহত্যা মায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ মধ্য কলকাতার কিড স্ট্রিটের অভিজাত হোটেলের ডিলাক্স রুমে থাকতেন মা ও মেয়ে। প্রত্যেকদিন ঘরের ভাড়া ৪৮০০ টাকা। কিন্তু পেট ভরাতেন শুধু হোটেলের কমপ্লিমেন্টারি' প্রাতঃরাশ খেয়ে। সারা দিন ও রাতে আর কিছু খেয়ে টাকা নষ্ট' করতে চাইতেন না তাঁরা। এভাবে টানা ৩৮ দিন বাতানুকূল বিলাসবহুল ঘরে থাকার পর ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন মা পলি মিত্র (৫৫)। মেয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পুলিশ জানিয়েছে, কিড স্ট্রিটের ওই পাঁচতলা হোটেলের চারতলায় ৩০৩ রুমে থাকতেন পলি ও তাঁর মেয়ে। বুধবার প্রাতঃরাশের জন্য দরজায় টোকা দেন হোটেলের কর্মীরা। মেয়ের মোবাইলে ফোন করলেও কোনও সাড়া পাননি। এর পরই তাঁরা ফোন করেন নিউ মার্কেট থানায়। থানার পুলিশ রাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখেন, মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মা পলি। মেয়ে বিছানায় একপাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন। জ্বলছে ঘরের আলো।

সাংবাদিকের স্মরণে গ্রন্থপ্রকাশ

আশিস কুমার ঘোষ, হাবড়া, ২১ জুলাই ঃ হাবড়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ধারাপাত এর সম্পাদক প্রয়াত পুলিন কৃষ্ণ দাসের ৭৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে অশোকনগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে হাবড়া কলতান প্রেক্ষাগৃহে পুলিনবাবুর বর্ণময় জীবনের উপর একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ ক্‌পৌরপ্রধানগন উপস্থিত থেকে একযোগে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রবীণ সাংবাদিক পবিত্র মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌরপ্রধান শঙ্কর দত্ত, হাবড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা, অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান ধীমান রায় অশোকনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত প্রমুখ। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কবি সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল হাজরা ।

প্যারোলে মুক্তি পাওয়া আসামিকে শুটআউট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ প্যারোলে মুক্তি পাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গুলি করে খুনের ঘটনায় ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত দু'জনেই নিহতের পূর্বপরিচিত। বাজেয়াপ্ত হওয়া গাড়ি এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ফরেনসিক আধিকারিকরা। নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। বিধাননগরের ডিসি (নিউটাউন জোন) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ নারায়ণপুর থানার অদূরে সিআইএসএফ এবং দমকলের ট্রেনিং ক্যাম্পের কাছে শুটআউটের ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নারায়ণপুরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি ঘোষকে উদ্ধার করা হয়। তাকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ততক্ষণে মৃত্যু হয় দেবজ্যোতির। সে হাওড়া জেলে ছিল। ১৫ দিনের জন্য প্যারোলে বাড়ি ফিরেছিল সে। নিয়মমাফিক বৃহস্পতিবার সন্ধেয় থানাতে হাজিরা দিতে গিয়েছিল। থানা থেকে নিজের চারচাকা গাড়িতে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় দু'টি বাইকে করে চারজন দুষ্কৃতী আসে। তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সেই সময় দেবজ্যোতি ঘোষের গাড়িতে ছিলেন চালক শুভ দে।রাতেই শুভকে আটক করে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েয়অবশেষে শুক্রবার দুপুরে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত সুজয় দাস, নারায়ণপুরের বাসিন্দা। অপর ধৃত বিক্রম মাহাতো, ইছাপুরের নোয়াপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, গুলি করে খুন করা ওই ব্যক্তির সঙ্গে অভিযুক্তদের প্রায় ১০-১২ বছর ধরে আলাপ। তারা একসাথে অপরাধমূলক কাজও করেছে। ওই কাজের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি ছিল। সে কারণেই দেবজ্যোতি ঘোষকে অভিযুক্তরা গুলি করে খুন করেছে বলেই অনুমান। এখনও অধরা দু'জন। তাদের খোঁজেও বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

ভোট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপি ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল জয়নগর ও কুলতলি বিডিও অফিসে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২১ জুলাই ঃ রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিক জায়গায় হিংসার খবর উঠে এসেছে এবারে। ভোটের দিন ছাপ্পা, রিগিং, ব্যালট বাক্স লুট, পুড়িয়ে দেওয়া,ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সহ একাধিক অভিযোগে বিরোধীরা শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।শুধুমাত্র ভোটের দিন নয় গণনা কেন্দ্রে ব্যালট খেয়ে নেওয়া থেকে ভাঙচুর চালানো সহ বহু অভিযোগ উঠে এসেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। আর সেইসব অভিযোগকে সামনে রেখে শুক্রবার বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি রাজ্যের সব ব্লক অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করার। বিজেপির শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটা ব্লকে সেইমতো কর্মসূচি পালনে অংশ নেন বিজেপি কর্মীরা। সেই মতো জয়নগর এক নম্বর, দু নম্বর ও কুলতলি ব্লক অফিসে বিজেপি নেতা কর্মীরা মিছিল করে ডেপুটেশন জমা দেয়। জয়নগর এক নং ব্লক অফিস বহড়ুতে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবতোষ আচার্য,বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অলক হালদার,জয়নগর ১ ও ২ নং মন্ডল সভাপতি সুকান্ত মন্ডল,সৌরজিত মন্ডল,সুজয় সরদার,দীপংকর ঘোষ, শুভংকর ঘোষ সহ আরো অনেকে। জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মিন্টু হালদার, রবীন সরদার সহ আরো অনেকে। কুলতলিতে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবতোষ আচার্য্য, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর,প্রণতি মাঝি, গোপাল মাঝি, মাধবী মহলাদর সহ আরো অনেকে।এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়ে. বিজেপির নেতৃত্বেরা জানান এবারের পঞ্চায়েত্‌ ভোটে ছাপ্পা,রিগিং,ব্যালট পো।।নো, ভোট লুট করেছে শাসক দল। সেই অভিযোগের তদন্ত চেয়ে শুক্রবার আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্লকে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁরা আরও বলেন রাজ্যে যেখানে পঞ্চায়েত ভোটের দিন আমরা সবাই দেখেছি বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সিভিক ভলেন্টিয়ার ও হোম গার্ড দিয়ে ভোট করানো হয়েছে। আর এদিনের আমাদের ডেপুটেশনকে দেখে ভয় পেয়ে শাসক দল ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এবং সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে পুরো ব্লক অফিস ঘিরে রেখেছে। পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে শাসক দলের। এখানে রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এত হিংসা খুন রাহাজানির বিরুদ্ধে এই ডেপুটেশন। আর কেন এত সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে আমাদের প্রতিবাদ আটকানোর চেষ্টা করা হলো তার জবাব রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।ওদের সময় হয়ে এসেছে। তবে এদিন জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু ও কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী বিজেপি কর্মীদের দেওয়া ডেপুটেশন গ্রহন করেন এবং তাঁরা তা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের কাছে তা পাঠিয়ে দেবেন বলে জানালেন।আর এদিন এই কর্মসূচিতে বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক অংশ নেন সব বিডিও অফিসেই।

বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত শ্রীরামপুর

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ২১ জুলাই ঃ তৃণমূলের শহিদ দিবসের দিন বিজেপির বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে. উঠল শ্রীরামপুর। বিডিও অফিসের ১০০ মিটারের ব্যারিকেট টপকে বিজেপির মিছিল এগোতে চাইলে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। পুলিশ ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রতিবছর ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা এই উপলক্ষে কলকাতায় হাজির হন। পাল্টা এই দিনে রাজ্যের গণতন্ত্র বিপর্যয় এই অভিযোগ তুলে প্রতিটি বিডিও অফিস অভিযানের ডাক দেয় প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিডিওদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে এই কর্মসূচি ন্যায় তারা। হুগলি জেলাতেও এই কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। শুক্রবার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা শ্রীরামপুর বিডিও অফিস ঘেরাও করতে গেলে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। শ্রীরামপুর বিডিও অফিসের একশো মিটার আগেই বিজেপির মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে বিডিও অফিসের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে বিরোধীদলের কর্মী সমর্থকরা। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তারা। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় তাদের মহিলা কর্মীদের গায়ে হাত দিয়েছে পুলিশ। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত তপর হয়ে ওঠে। দু'জন বিজেপি কর্মীকে আটক করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩২ সংখ্যা, শনিবার, ৫ শ্রাবণ , ১৪৩০

মণিপুর নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী

সম্পাদকীয়

মণিপুরে হিংসা নিয়ে প্রায় আড়াই মাস পড়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এর আগে একবার মণিপুরের হিংসা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। আমেরিকা সফর কালে সেখানে মণিপুর নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুপ করে ছিলেন। সাংবাদিক বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোোদি। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী মোদি সেখানে সাংবাদিক বৈঠক করেন। মণিপুরে দুই মহিলাকে প্রকাশ্যে ঘুরিয়ে তাদেরকে গণধর্ষন করে দেওয়ার অপরাধে ধিক্কার দিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত আড়াই মাস ধরে মণিপুরের সংঘর্ষ নিয়ে একটি কথাও বলেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনকী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ একবার এই নিয়ে কোনও কথা বলেননি। তিনি এবারের জন্য মণিপুরে পা রাখেননি। তবে অমিত শাহ বলেছেন এই সংঘর্ষে কোনও রাজনৈতক নেতারা যদি সেখানে পা রেখে বক্তব্য রাখে তাহলে আরও রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা অমিত শাহের দিকে তাকিয়ে বলেছেন তিনি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে একবার মণিপুরের মাটিতে পা রাখতে পারতেন। মণিপুরে বিজেপি শাসিত সরকার। তবুও সেখানে কেন এত গণ্ডগোল এবং হিসা ছড়াছে তা নিয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এদিন রাতের বেলায় দুইজন কুকি মহিলাকে নগ্ন করে হঁাটিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গণ ধর্ষনের শিকার হয়। গত ৪ মে দুই মহিলাকে গণধর্ষন করা হয় এবং আর একজনের পিতা ও ভাইকে খুন করা হয়। আরও এক মহিলাকে যৌন হেনস্থা করা হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। গত মে মাসে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এফআইআর করা হলেও পুলিশ সে ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার ফলে মণিপুর জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। তার মধ্যে ২৮ বছরের হুইরেম হিরোদাস মেইতেই অন্যতম অভিযুক্ত। ভিডিও পরীক্ষা করা হচ্ছে। সবাইকে শনাক্ত করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দেশ জুড়ে তীব্র ধিক্কার দেওয়া শুরু হয়েছে। মণিপুরের বিজেপি দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ ঘটনাটি স্বীকার করেছেন। এদিকে ইণ্ডিয়া দল নিয়ে মণিপুরের দিকে রওনা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রী বলেছেন এটা আমাদের কাছে লজ্জার। ওরা সন্ত্রাসের সওদাগর। মহিলাদের সম্মান লুটের সওদাগর। ,সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড় পর্যন্ত হতবাক হয়ে গিয়েছেন এই ঘটনায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলকে ডেকে প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে বিচার ব্যবস্থা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি এই ঘটনায় লজ্জা প্রকাশ করছেন। এত গোটা দেশ অসম্মানিত হয়েছে। রাহুল গান্ধি বলেছেন যে মণিপুরের মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে সরকার কোনও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। এদিকে মণিপুরের ইন্টারনেট বন্ধ করা রয়েছে। সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কোনও অপরাধী ছাড়া পাবে না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। বিরোধী দলের নেতারা এদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কেন্দ্রে এবং গুজররাতে বিজেপি সরকার থাকাকালীনই বিলকিস বানোর গণধর্ষন এবং তাঁর আত্মীয়দের খুনের মামলার অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। ফলে যারা গণধর্ষন করতে শুরু করেছিল তারা এখন সাহস পেতে শুরু করেছে। এখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন কাউকে ছাড়া হবে না। অপরাধের বিচার হবে এবং শাস্তি পাবে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন যে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড ব্যয় করেছেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তো একেবারে চুপ করে বসে রয়েছেন। দেশে কোনও কি তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নেই? আসলে অমিত শাহ এব্যাপারে কোনও কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। তিনি এখন প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মণিপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র প্রতিবাদ সভা শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস বাম শিবির থেকে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে নেতারা। মণিপুরের ঘটনায় এবারে সংসদে বাদল অধিবেশন কার্যত জলে ভেসে যেতে শুরু করে দিয়েছে। সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখা না পর্যন্ত সংসদ অচল করে রাখা হবে। বেঙ্গালুরুতে তৈরি হওয়া বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া এবারে সংসদে সরব হয়েছে। এদিন বিজেপি দলের নেতারা কলকাতার গান্ধির মূর্তিপাদদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হিংসার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে ছিলেন। তাঁরা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গও মণিপুরের চেয়ে কম নয়। হাওড়া জেলাতে গ্রামীন এলাকায় এক মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছিল। যদিও কেউ এই ঘটনার ভিডিও তুলে রাখেনি। তৃণমূল সরকার যদি মনে করে তাদের এই ঘটনার কথা কাউকে জানতে দেবে না তাহলে ভুল করছে। পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস এবং মহিলাদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছেন। মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থা নিগ্রহের ঘটনায় কীভাবে জামিন পান সাংসদ ব্রিজভূষণ তা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। মণিপুরের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার ফলে প্রধানমন্ত্রী কড়া বার্তা দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগীররা আগে থেকেই সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কুস্তিগীর ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ রক্ষা করতে তৎপরতা দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি দলের নেতারা।বিজেপি দল এ ব্যাপারে কোনও মুখ খোলেনি এমনকী মহিলা কুস্তিগীরদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। প্রধানমন্ত্রী নারী সুরক্ষা কথা বলেছেন। সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

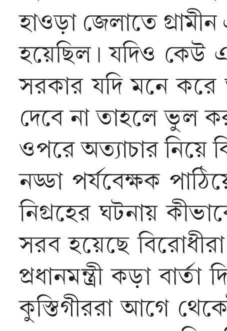

সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্মনঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর। অবতার বিষ্ণুর অংশ বলে নরেনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। সব সময়ে সত্যকে জানার চেষ্টা করবেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবেন না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলেন তাকে কেউই পরাস্ত করতে পারে না। তিনি কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন।

‘ম্যাভেরিক’এর জার্মান অস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

নরেন ভট্টাচার্য ওরফে মার্টিন একটি টেলিগ্রাম করলেন ১৫ জুন ১৯১৫ সালে মাদ্রাজ থেকে কলকাতার ৬২, বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে যদুগোপাল মুখর্জির কাছে। সেই টেলিগ্রামে লেখা ছিল-‘‘éòòAriived here, starting tonight for Balasore, expect to see some one there; White” টেলিগ্রাম করেই বালাসোরের দিকে রওনা দিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলেন। ডাকবাংলোতে দুই রাত্রি থেকে ছিলেন। তারপরে কলকাতার ট্রেন ধরে ফিরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইবি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ‘òòLocal evidence was obtained of the arrival of a Bengali, whose description tallied with that of Martin from Madras 17th June and of his having stayed at the Balasore Dak Bunglow, the room having been engaged by Saileswar, who had taken him to the emporium. This man undoubtedly both White sender of the telegram to Jadugopal and Martin the bearer of the Draft, which he failed to cash on 15th June at Madras”। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য শুধু মাত্র আঠারো হাজার টাকার ড্রাফ নিয়ে আসেননি, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন একটি ব্যাগে করে বহু সোনার মোহর। অঙ্কবিদ কেপি বোসের স্ত্রী মোহরকে নগদ টাকায় পরিণত করে দিয়েছিলেন। ২৮ জুন অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলকাতার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে আবেদন করে তাঁর পুরো স্বাক্ষর দিয়ে ড্রাফকে নগদে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ড্রাফটি চলে গিয়েছিল মাদ্রাজে। সেখান থেকে ড্রাফের টাকা মঞ্জুর করা হয়। ৬ জুলাই কলকাতার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ড্রাফটের টাকা দেওয়ার সঙ্কেত পেতেই ৭ জুলাই ১৯১৫ সালে অমরেন্দ্র সেই টাকা গ্রহণ করেন। ৭ আগস্ট ১৯১৫ সালে কলকাতা পুলিশ ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’ সংস্থায় হানা দেয় এবং হরি কুমার চক্রবতী৪, মাখনলাল চক্রবর্তী এবং শ্যাম সুন্দর বোসকে গ্রেফতার করে। কলকাতার ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’ থেকে একটি টেলিগ্রাম করা হয়েছিল ৫ আগস্ট ১৯১৫ সালে। বলা হয়েছিল ১০,০০ ব্যাগ চিনি পাঠাতে (দশ হাজার টাকা)। বাটাভিয়ার ছোতিরমল ১৪ আগস্ট ১৯১৫ সালে টেলিগ্রাম করে জানালেন ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’কে কলকাতার চার্টার্ড ব্যাঙ্কে ৯,৬৭০ টাকা জমা পড়েছে। বাটাভিয়ার চার্টার্ড ব্যাঙ্ক কলকাতার তাদের ব্যাঙ্ককে টেলিগ্রাম করে জানালো যে ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’কে ছিয়ান্নবই শত টাকা দিতে। বাংলার বিপ্লবীদের জন্য জার্মান ৪২,৮৯২ টাকা পাঠিয়ে ছিল কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা হাতে পেয়েছিল ৩১,৫৪৬ টাকা। কিন্তু সিডিশন কমিটি রিপোর্ট বলছে যে ৩৩,০০ টাকা পেয়েছিল।

ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে জার্মানের বিদেশ দফতর অস্ত্র কেনার আদেশ দিল আমেরিকার জার্মান প্রতিনিধিকে। ওয়াশিংটনের জার্মান দূতাবাসের সামরিক অফিসের কর্তা ক্যাপ্টেন ফ্রাঞ্জ ভন পাপেন জানুয়ারির ১৯১৫ সালে দশ গাড়ি অস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম নিউ ইর্য়কের রূপ এজেন্সির হ্যান্স থাচার কেনার নির্দেশ দিলেন। সেই সব অস্ত্র সরঞ্জাম ‘অ্যানি লারসেন’ জাহাজে বোঝাই করা হবে ক্যালিফোরনিয়ার সান দিয়াগো বন্দরে। সেই ছোট জাহাজ মেক্সিকোর সোকোরো দ্বীপে উপস্থিত হবে। তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে ‘ম্যাভেরিক’ জাহাজ উপস্থিত হলে অস্ত্র সেই জাহাজে স্থানান্তরিত করতে হবে। ‘অ্যানি লারসেন’ ওয়াশিংটনের হোকুইয়াম বন্দরে এক মাসের বেশি সময় ধরে সেখানে পৌঁছালে আমেরিকার সরকার সব অস্ত্র কব্জা করে। তখন এই জাহাজকে ‘রহস্যময় জাহাজ’ হিসাবে চিহ্নিতকরা হয়। ম্যাভেরিক জাহাজটি হচ্ছে তৈল জাহাজ। জাহাজ প্রস্তুতকারক ধনশালী জন এল ক্রেইগ সানফ্রান্সিসকোর স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির কাছ থেকে ‘ম্যাভেরিক’ জাহাজটি কিনে ছিলেন। রাইফেল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সহ আরও অস্ত্র খালি তেলের

ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ‘ম্যাভেরিক’ অস্ত্র নিয়ে হিলো বন্দরে উপস্থিত হয়েছিল ১৪ জুন, ১৯ ১৫ সালে। জার্মান ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন হাওয়াই বন্দরে উপস্থিত হতে হবে সেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে ‘অ্যানি লারসেন’। কিন্তু পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে। ফলে আসল পরিকল্পনাকে বন্ধ করতে হয়। ‘ম্যাভেরিক’কে নির্দেশ দেওয়া হয় অ্যানজার এবং জাভাতে উপস্থিত হতে জনসন দ্বীপ স্পর্শ করে। কিন্তু সেখানে অ্যানি লারসেনের দেখা মেলে নি। ২০ জুলাই ১৯১৫ সালে ‘ম্যাভেরিক’ জাভা বন্দরে এসে উপস্থিত হয়। ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজের সন্দেহ হলে অবশেষে ‘ম্যাভেরিক’কে অবরুদ্ধ করে।

পরিকল্পনা ছিল ‘ম্যাভেরিক’ অস্ত্র নিয়ে করাচি বন্দরে উপস্থিত হবে। কিন্তু বাটাভিয়াতে নরেন ভট্টাচার্য কূটকৌশল করে থিওডোর হেলফেরিচের সঙ্গে কথা বলে ‘ম্যাভেরিক’কে বাংলার রায়মঙ্গলে অস্ত্র খালাস করার কথা সিদ্ধান্তের কথা বলেন। চিন স্টেশনের কম্যাণ্ডার - ইন - চিফ দৌলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে যে সিঙ্গাপুর থেকে হুগলির আসার পথ খোঁজার পথ চেষ্টা করলে জার্মানের গুপ্তচর বিভাগের এজেন্টকে সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার করা হয়। ‘‘On the original tracing were found two pin pricks. Of these one marked North point of the island which is now known as ‘Raimangal Island’, and other the North point of Dalhousie Island in Matla river ভারত সরকারের অপরাধী গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা ক্লেভল্যাণ্ড ৩১ জুলাই ১৯১৫ সালে খাতায় লিখ ছেন,

yesterday by means of cipher telegram to Denham informed him and the Calcutta authorities that our information from Batavia was to effect that the arms were to be landed at a point in the Sundarbans, some 60 or 70 miles from canning town”। ‘ম্যাভেরিক’ জাহাজ আসার ব্যাপারে সব সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন সিঙ্গাপুর থেকে আত্মারাম দুটো টেলিগ্রাম করলেন। একটি করলেন কলকাতার ১৫৯ বহুবাজার স্ট্রিটের বি. কে. রায়কে ১৩ জুন এবং দ্বিতীয়টি করলেন ৬২ নম্বর বেনিয়াটোলা লেনের ভোলানাথ চ্যাট্টার্জিকে। টেলিগ্রামের ভাষা ছিল (১) Good already despatched. Reach in 10 or 15 days’ and (2) “Ivory and sandalwood already despatched. Reach in 10 days। জার্মান অস্ত্র আসার সবুজ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র একবার নরেন ভট্টাচার্য ১৯১৫ সালে জুন মাসে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাপ্তিপদা থেকে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। নরেন ভট্টাচার্য এবং যদুগোপাল মুখার্জি মিলে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁরা সব সময়ে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন। সিয়ামে গদর দলের একজন সদস্যের বার্তা নিয়ে ব্যাংককের একজন আইনজীবী কুমুদ নাথ মুখার্জি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। ১৮ জুন ১৯১৫ সালে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন শিব দয়াল কাপুরের দেওয়া ২,২০০ টিকাল (১৬৫ পাউন্ড) টাকা) বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে যা গোয়েন্দা কর্তা কার তাঁর রিপোর্ট লিখলেন। কুমুদনাথ এবারে যদুগোপাল মুখার্জি এবং নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ২৪ জুলাই ১৯১৫ সালে কলকাতা ত্যাগ করে বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান ব্যাংকক হয়ে হেলফেরিচকে বার্তার ব্যাখ্যা দিতে যে ভারতের বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত জার্মান অস্ত্র দিয়ে।। রণকৌশল গ্রহণ করা হল (১) গ্রামগুলিতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে ‘স্বাধীন’ ঘোষণা দেওয়া। (৯২) সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে বালাসোর থেকে বঙ্গোপসাগারে তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে চাঁদিপুরে সামারিক কেন্দ্র আক্রমণ করা (৩) চক্রধরপুর অস্ত্র লুঠ। চক্রধপুরে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় দোকান খোলা রাখা যদুগোপালের নির্দেশানুসারে। (৪) কোল বিদ্রোহ অনুসারে সিংভুম জেলা থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে মেদিনীপুর এবং বীরভুমের দিকে অগ্রসর। সতীশ চক্রবর্তী অজয় নদীর সেতু উড়িয়ে দেওয়া (৫) যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বি. এন. রেল সেতু উড়িয়ে দেওয়া (৬) ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ দখল করে জাতীয় পতাকা তুলে ‘স্বাধীন ভারত’ গড়ার জরুরী কাজ। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাময়িক কেন্দ্র হিসাবে খিদিরপুরকে পরিচালনা করবেন স্কুল শিক্ষক দুর্গাচরণ বোস এবং আশুতোষ ঘোষ। এই কেন্দ্রে আলো-সঙ্কেত, পতাকা-সঙ্কেত, সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম এবং নম্বর চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিছুদিনের জন্য। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা (সবুজ, সাদা এবং হলুদ) এবং খাকি পোশাক তৈরি রাখা হচ্ছে। ডিনামাইট সংগ্রহ হচ্ছে সেতু উড়িয়ে দেওয়ার।

১৯১৮ সালে সিডিশন কমিটি এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল। তাতে লেখা ছিল যে They considered that they were numarically strong enough to deal with the troops in Bengal, but they feared reinforcements from outside. With this idea in view they decided to hold up three main railways into Bengal by blowing up the principal birdges. Jatindra was to deal with the Madras railway from Balasore, Bhola Nath Chatterjee was to send Chakradharpur to take charge of the Bengal-Nagpur Railway, while Satis Chakravarty was to go Ajay and blow up the bridge on the East Indian Railway. Naren Chowdhury and Phanindra chakravarty were told off to go to Hatia where a force was to collect, first, to obtain control of the Eastern Bengal districts, and then to march on the Calcutta. The Calcutta party, under Naren Bhatterjee and Bipin Ganguli, were first to take prossession of all the arms and arsenals around Calcutta, then to take Fort William, and afterwards to sack the town of Calcutta (pp. 82-83) (ক্রমশ)

বিজেপি বিরোধী ‘ইণ্ডিয়া’ প্রাধান্যের বার্তায় একুশে জুলাই

সর্বভারতীয় রজনীতি বিজেপি বিরোধী রাজনীতি ‘ইণ্ডিয়া’একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিন বেশি করে প্রাধান্য দেও।া হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতির ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার বার্তা দিতে চলেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জাতীয় রাজনীতির পরিস্থিতি কোনও দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে এখন অতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ভারতের সব বিরোধী দলগুলি বেঙ্গালুরুতে উপস্থিত হয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইণ্ডিয়া’। এদিকে তিনি পরিস্কার করে সমর্থকদের বলে দিচ্ছেন যে এবার থেকে রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে রাখতে হবে। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাদ যাচ্ছে না দার্জিলিংও। এবারে উত্তরবঙ্গে গিয়ে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বাংলা ভাগ করা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করছেন তাদেরকে রাজ্য সরকার আর আমল দিতে চায় না। সেই কারণে বিমল গুরুংকে এখন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে বেশি পাত্তা দিচ্ছেন না। তিনি তাঁকে একেবারে একঘরে করে রেখে দিয়েছেন। যারা গোর্খাল্যাণ্ড দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে এখন আর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি আমল দিচ্ছেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকবে। একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিন নেত্রী পরিস্কার করে বলে দিচ্ছেন যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এবারে বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমমূল কংগ্রেস চলবে। তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্বকে অটুট রাখতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আগামি লোকসভার নির্বাচন থেকেই জাতীয় রাজনীততিতে প্রবেশ শুরু হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল নেত্রী একেবারে আশাহত হলেও তিনি কিন্তু ভেঙে পড়ার মহিলা নন সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এবার থেকে রাজ্যের রাজনীতির দিকে তৃণমূল কংগ্রেস বেশি করে নজর দেবে। সংসদের লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ৪২টি আসন রয়েছে। সেই আসন সংখ্যাকে আগামি দিনে আরও বৃদ্ধি করতে হবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক কেন্দ্রীয় রাজনীতির চেয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে তিনি বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। নেত্রী মমতা এখন সেই দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন। দিল্লি এবং জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি ঘরের রাজনীতির দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। বিজেপি বিরোধী রাজনীতির মেরামত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন নেত্রী। নেত্রী মমতা বলেছেন, ৪২টি সংসদের আসনকে সুদৃঢ় করতে হবে। এর ওপরে ভিত্তি করে কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কেন্দ্র সব সময়ে চাইবে পশ্চিমবঙ্গ তাদের অনুকূলে রায় দিক। সেটা একমাত্র হয়েছে ৪২টি আসনের দৌলতে। কেন্দ্র রাজ্যকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। রাজ্য সরকারের নিজস্ব শক্তি রয়েছে তার ফলে কেন্দ্র প্রায় সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের একটি গুরুত্ব থাকবে যদি এই সংখ্যাক আসনকে বজায় রাখা সম্ভব হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে একেবারে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হিসাব কষে দেখেছেন যে বিরোধীরা যদি পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী হয় তাহলে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে দিল্লি একেবারে পাত্তা দেবে না। উল্টে তারা প্রায় সময়ে বিভিন্ন কথা বলে রাজ্যেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু দিল্লি যাতে রাজ্য সরকারের কথাকে প্রাধান্য দেয় তার জন্য আরও বেশি করে লোকসভার সংসদ এর প্রয়োজন রয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে কথা বলার মতো শক্তি কংগ্রেস এবং বাম দলের নেই। তারা এখন বিজেপি বিরোধী জোট করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এখন বিজেপি বিরোধী জোটের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি বিরোধী জোটের কোনও নির্দিষ্ট নীতি নেই। শুধু মাত্র বিজেপি দলের বিরোধিতা করা ছাড়া। এটাকে নেত্রী একেবারে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে তাদের কোনও অভিযোগ নেই। বিজেপি দল যে নীতি নিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার বিরোধিতা করছে। হিন্দুত্বের নীতি গ্রহণ করে বিজেপি দল চলতে শুরু করে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে বিজেপি পরিচিত। সেই কারণে বিজেপি দলের সঙ্গে নীতির লড়াই করছেন নেত্রী। বিজেপি দলের সঙ্গে এবারে ভারত লড়াই করবে। ভারতে সব ধর্মের লোকেরা বসবাস করে। এখানে কেবল হিন্দুরা বসবাস করে তা নয়। মুসিলম, খ্রিস্টান, জৈন, পার্শি, বৌদ্ধ সব ধর্মের লোক বসবাস করার ফলে ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হয়েছে। বিজেপি দল যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দলকে পরিচালনা করছে তাতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই কারণে নেত্রী এই বিজেপি দলের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে রামায়ণ ভারতের মহাকাব্য। এটা ভারতের সম্পদ। রাম নাম গ্রহণ করতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিজেপি দল রামনামকে রাজনীতির প্রাঙ্গনে নিয়ে এসেছে। রামকে সমানে রেখে রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। রামকে নিয়ে রাজনীতি করাটাই তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ। সেই কারণে বিজেপি সমর্থকেরা যখন জয় শ্রীরাম বলে ধ্বনি দিতে থাকে তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। ধর্মতলার শহিদ দিবসের দিন নেত্রী মমতা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরিস্কার হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে দলের নেতা ও মন্ত্রী ফিরহাদ হামিক বলেছেন নেত্রী আগামি দিনে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও পথ ধরে চলবে তা নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে। সেই পথ ধলে তৃণমূল কংগ্রেস চলবে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সেলের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণরা আগামি দিনে কোনও পথ ধরে দলকে পরিচালনা করবে তার দিশা দেখাতে চলেছেন। দলের শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সিও দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা করতে চলেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি আগেকার শহিদ দিবসে সক্রিয়ভাবে কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এবারে শারীরিক কারণে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজে অংশ গ্রহণ না করলে দলের নেতা হিসাবে কাজ পরিদর্শন করেছেন। এদিকে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করে দিয়েছেন একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে উৎসব। শহিদ স্মরণ দিবস নয়। কুনাল ঘোষ বলেছেন, শুভেন্দু অধিকারী আগে এই দলে ছিলেন। তখন তিনি এই শহিদ দিবসে উৎসব বলে আখ্যা দিতে পারেননি। আজকে তিনি বিরোধী দলের নেতা। সেই কারণে শাসক দলের শহিদ দিবসকে উৎসব বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদের কোনও নীতি নেই. এরা যে দলে থাকে সেই দলের হয়ে কথা বলে। তৃণমূল কংগ্রেসে থাকলে তৃণমূলের হয়ে কথা বলে।

হেরিটেজ

কলকাতার ব্রিটিশ স্থাপত্য

কলকাতার ব্রিটিশ স্থাপত্য বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল ইংরেজদের আমল থেকে। তখন ব্রিটিশ শিল্পীরা কলকাতা ঘুরতে আসতো। কলকাতা ঘুরে বহু শিল্পীরা কলকাতাকে নিয়ে চিত্রাঙ্কন করে গিয়েছে। কলকাতায় যেসব গির্জা দেখতে পাওয়া যায় সেই সব গির্জা তৈরি করেছিল ব্রিটিশ স্থাপত্য শিল্পীরা। কলকাতাকে গৌরময় করেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। এই হলটি তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি উৎসাহী হয়ে রানি ভিক্টোরিয়ার মানে একটি মিউজিয়াম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তখন ব্রিটিশ স্থাপতিদের নিয়ে নকসা তৈরি করা শুরু হয়। কলকাতায় আর একটি ব্রিটিশ গর্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেটা হল অক্টারলনি মনুমেন্ট। এই অক্টারলনি মনুমেন্ট এখন শহিদ মিনার হিসাবে পরিচিত। ব্রিটিশ সেনারা নেপাল জয় করলে তার বিজয় স্তম্ভ রচনা করে কলকাতা ময়দানে। তখন এই অক্টারলনি মনুমেন্ট দিয়ে গোটা কলকাতা দেখতে পাওয়া যেত। এত বড় উচু মিনার দ্বিতীয় তখন কলকাতায় ছিল না। কলকাতায় রয়েছে রাজভবন। এটিও ব্রিটিশ স্থপতির নিদর্শন। রয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রশাসন চালু ছিল। এই রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে বহু ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। এখানেই ব্রিটিশ সাহেবদের মারা জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন বিনয় বাদল দীনেশ। তাদের নামে রাস্তায় রয়েছে। আসলে ব্রিটিশ যেমন একটি দিকে শাসন করেছে পাশাপাশি তারা কলকাতাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। কলকাতা ছিল ব্রিটিশদের প্রশ্বাস। এই কলকাতাকে নিয়ে ব্রিটিশদের গর্ব ছিল। তারা এই শহরটাকে দ্বিতীয় ইংল্যাণ্ড তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার শুরু হলে ব্রিটিশরা কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে গেলে কলকাতাকে দ্বিতীয় ইংল্যাণ্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে আসতে থাকে। রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, টাউন হল, ইডেন গার্ডেন সহ আরও বহু কিছু। কলকাতার যেদিকে তাকানো যায় না কেন সেখানেই ব্রিটিশদের স্থাপত্য চোখে পড়ে।

সম্পাদক সমীপেষু

দেখলেন তো দিদির ক্ষমতা

এখনও সাবধান হউন, নয় তো কপালে অশেষ দুর্গতি রয়েছে। ২১শে জুলাইতে তিনি দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে সব মানুষকে এক করতে হয়। বিজেপি তো চিরকাল দলাদলি করেই গেল। রাজনীতির কিছুবোধে না বলেই মনে তাদের নেতারা। পাইয়ে দেওয়ার নেশা ধরিয়েছে রাজ্যের বেশ কিছু সাধারণ মানুষের মনে। আসলে মোদি সরকার যে কিছুই দেবে না তা স্পষ্ট। চকরি থেকে শুরু করে অর্থ সবই তারা তাদের দেবে, এই কথাই হয় তো বলেছে। তারই জন্য বেশ কিছু মানুষ তাদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। কিন্তু দিদি যা বলেন তাই করে দেখিয়ে দেন। দিদির ক্ষমতা নিয়ে তারা বড় বড় কথা আর নাই বা বললে পারেন। রাজনীতির মাঠে নেমে তাঁর সঙ্গে লড়াইটা করলেই হয়। কিন্তু না তা করতে তাদের ভয় করে। ২১ জুলাই-এ সাধারণ মানুষের ঢল দেখে বিজেপিকে প্রশ্ন করতেই হয় কি দেখলেন তো দিদির ক্ষমতা? **দীনেশ কর্মকার, বর্ধমান।**

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২১ জুলাই ঃ আবারও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনা। একই দিনে কেশপুর এবং চন্দ্রকোনা থানা এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল মোট তিনজনের। নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা। এছাড়াও দু'জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার কেশপুর থানার ভোলসরাপতা গ্রামে চাষের জমিতে কাজ করছিলেন মমতা দোলই, খোকন দোলই-সহ বেশ কয়েক জন। আচমকা বাজ পড়ে মমতা এবং খোকনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আহত আর এক মহিলা-সহ দু'জনকে ভর্তি করানো হয়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। অন্যদিকে, চন্দ্রকোনা থানার বান্দিপুর গ্রামে গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম তুলসী সী (৫০)। শুক্রবার সকাল থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বজ্রাঘাতে তুলসী নামে ওই মহিলা আহত হন। স্থানীয়েরা তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। সেখান থেকে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শহীদ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ একুশে জুলাই উপলক্ষে শুক্রবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহীদ দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মাসকালাইবাড়িতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তৃণমূল নেতা - কর্মীরা। শুক্রবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে শহীদ দিবস অনুষ্ঠান পালন করছে তৃণমূল। দলের বিভিন্ন কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। শহীদদের স্মরণ করে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বুথে পালিত হয় এই দিনটি। শহীদ দিবস পালন করা হয় তৃণমূলের জেলা কার্যালয়েও। মাসকালাইবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য মিঠু মহন্ত সহ বিভিন্ন নেতারা। মিঠু মহন্ত বলেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য ১৯৯৩ সালে কলকাতার বুকে কঠোর আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সেই আন্দোলনকে রুখতে গুলি চালায় পুলিশ। ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৩ জন আন্দোলনকারীর।

বিবাদে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা মেডিকেল কলেজের ফার্মাসিস্ট। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত মাটিগাড়া ব্লকের এক নং অঞ্চলের ঠিকনিকাটা কলোমজোত এলাকায়, মৃতের নাম সুবোধ মল্লিক(৫২)। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফার্মাসি বিভাগে চাকরি করতেন। এই ঘটনাটি ঘটার পর সুবোধ বাবুর পরিবারের লোকেদের প্রশ্ন করা হলে জানা যায় সুবোধ বাবুর পরিবারে বেশকিছু দিন ধরে অশান্তি চলছিল ছেলেকে নিয়ে। এমনকি পরিবারের সদস্যরা জানান ছেলে ও বৌমার মধ্যে আদালতে মামলা চলছিল বহুদিন ধরে। পারিবারিক অশান্তি হচ্ছিল তাদের মধ্যে। সেই সমস্যার জন্যই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বলে আশঙ্কা করছেন পরিবারের সদস্যরা বলে জানা যায়। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেডিকেল পুলিশ।

অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়ানোয় শিক্ষাবিদদের 'স্বার্থপর' আখ্যা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ জুলাই ঃ অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়ায় দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জন সহ মার্কিন নোবেলজয়ীদেরও এবার 'স্বার্থপর' আখ্যা দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। শুক্রবার বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা চলাকালীন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে ফের 'জমি দখলকারী' উল্লেখ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। তাতেই অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়ানো তাবড়-তাবড় শিক্ষাবিদদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'স্বার্থপর' বলে উল্লেখ করা হয়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী অমর্ত্য সেন। তাঁর দাদামশাই ক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গঠনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সম ভূমিকা ছিল তাঁর। অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেন ছিলেন গুরুদেবের স্নেহধন্যা। তাই স্বয়ং গুরুদেব নাম রেখেছিলেন 'অমর্ত্য'। সেই অমর্ত্য সেনকে 'জমি দখলকারী' উল্লেখ করে উচ্ছেদের নোটিশ দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে। এছাড়াও, একাধিকবার 'ভারতরত্ন' অধ্যাপক সেনকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। যদিও, জমি বিবাদ নিয়ে ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অধ্যাপক সেন। তবে বিশ্বের সম্পদ অমর্ত্য সেনকে অবমাননার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সব স্তরের বিদ্বজনেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পরিচালক গৌতম ঘোষ, চিত্রকর যোগেন চৌধুরী ও শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, সঙ্গীত শিল্পী কবীর সুমন প্রমুখ শান্তিনিকেতনে এসে প্রতিবাদ করেছেন। অন্যদিকে, দেশ-বিদেশের ৩০৪ জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের ভারতের রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতীর পরিদর্শক দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়ে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা চিঠি দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মার্কিন দুই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ইউনিজ স্টিগলিটজ ও জর্জ আর্থার একারলফ। এছাড়াও, প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বিশ্ববন্দিত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোম চমস্কি, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান তথা ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু, অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচি প্রমুখ। এদিন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে ফের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে 'বেআইনি ভাবে জমি দখলকারী' বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্বভারতী তার অবস্থান থেকে এক চুল সরবে না সেকথাও বলা হয়। যদিও, মামলা চলাকালীন ফের অমর্ত্য সেনকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে 'জমি দখলকারী' বলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এটুকুতেই শেষ নয়, অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেওয়া দেশ-বিদেশের তাবড়-তাবড় শিক্ষাবিদদের 'স্বার্থপর' আখ্যা দিয়ে নিন্দিত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ, দুই মার্কিন নোবেলজয়ী থেকে শুরু করে ভাষা বিজ্ঞানীকেও পর্যন্ত নজিরবিহীন ভাবে আক্রমণ করল বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময়কালে বিতর্ক নিত্যদিনের ঘটনার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব। ভাটা পড়েছে বহু প্রথায়। পর্যটকদের জন্য দীর্ঘ ৩ বছর ধরে বন্ধ আশ্রম প্রাঙ্গণ। যা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন পড়ুয়া, আশ্রমিক থেকে শুরু করে অধ্যাপকঅধ্যপিকাদের একটা বড় অংশ। সরব হয়েছেন বোলপুর-শান্তিনিকেতনবাসীও।

ডেঙ্গু রুখতে চৌবাচ্চা ভাঙল পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২১ জুলাই ঃ গোটা জেলাজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু সচেতনতা নেই মানুষের মধ্যে। কোথাও অপ্রয়োজনীয় চৌবাচ্চায় জমে রয়েছে বৃষ্টির জমা জল। আর সেই জলে জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা, আর সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গুবাহী মশা। ফলে মশার উপদ্রব কমাতে ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঘুম উড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। এবার পৌরসভার পক্ষ থেকে নেওয়া হলো কড়া পদক্ষেপ। শান্তিপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় বেশ কয়েক বছরের প্রাচীন চৌবাচ্চায় জমা ছিল বৃষ্টির জল। আর সেই জলে অসংখ্য মশার লার্ভা জন্মায়। সূত্রের খবর, ওই চৌবাচ্চাটি তৈরি করেছিলেন ওই ওয়ার্ডের সিদ্ধেশ্বর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনার খবর পান শান্তিপুর পৌরসভার প্রতিনিধিরা। সকাল হতেই ওই চৌবাচ্চা ভেঙে ওই জমা পচা জল বের করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ওই এলাকার বাসিন্দা সিদ্ধেশ্বর ঘোষকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হাতে সময় পেলে তিনি চৌবাচ্চাটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতেন, কিন্তু পৌরসভার পক্ষ থেকে যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা তিনি জানেন না। অন্যদিকে শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ জানিয়েছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে এখন থেকে এই ভাবেই কড়া পদক্ষেপ নেবে পৌরসভা। এছাড়াও গোটা শান্তিপুর বাসীকে অবগত করার জন্য এখন থেকে ২৪টি ওয়ার্ডজুড়ে চলছে মাইকিং প্রচার। চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ এও জানিয়েছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু শান্তিপুর পৌরসভার একা দায়িত্ব নয় এগিয়ে আসতে হবে গোটা শান্তিপুরবাসীকে।

মনিপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে এসইউসিআই

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২১ জুলাই ঃ মনিপুরে বীভৎস নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে তমলুকে বিক্ষোভ দেখালো এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল। গত কয়েকদিন আগের একটি মনিপুরের তিন আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে বর্বরোচিত নির্যাতনের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর শুধু মনিপুরে নয়, সারা দেশজুড়ে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে সর্বস্তরের জনসাধারণ। মনিপুর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে দুটোতেই বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন। দীর্ঘ তিন মাস ধরে মণিপুরের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা চলছে আর অথচ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনার ধিক্কার জানিয়ে, নারী নির্যাতনের ঘটনায় যুক্তদের কঠোরতম শাস্তি এবং কেন্দ্র রাজ্যের সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে দাঙ্গা বন্ধের দাবি জানিয়ে শুক্রবার তমলুক শহরজুড়ে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল। নেতৃত্ব দেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উত্তর সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়, লেখা রায়, শীলা দাস, তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য সতীশ সাউ প্রমূখ। সাথে সাথে দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ জন্ম শতবর্ষে ৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার করা হয়।

শিলিগুড়ি তৃণমূলের শহীদ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। প্রতিবছর কলকাতায় শহীদ দিবস পালন করা হয়। সেই সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মা মাটি মানুষের সরকারের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অংশগ্রহন করেন। সেই সমাবেশে যে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অংশগ্রহন করতে পারেনি। তারা নিজ নিজ দলীয় কার্যালয়ে এই স্মরণ সভার আয়োজন করেন। সেই মতো শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ৪ নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা ওয়ার্ডের কর্মীদের নিয়ে মিলন পল্লী সুকান্ত শিশু উদ্যানের সামনে এই স্মরণ সভার আয়োজন করেন। প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা। এরপর ১৩জন শহীদদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়াও শহীদ বেদীতে ফুলের মালা ও পুষ্প দেওয়া হয়। ২১শে জুলাই দিবসের তাৎপর্য নিয়েও বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতৃত্বরা।

ওয়াগন উলটে গিয়ে আহত ৬ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২১ জুলাই ঃ মালগাড়ির ওয়াগন থেকে সিমেন্টের কাঁচামাল স্ল্যাগ খালি সময় ঘটল বিপত্তি। ওয়াগন উলটে আহত হলেন ৬ জন শ্রমিক। যার মধ্যে তিন জনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়া থানার কেন্দা ফাড়িয়া এলাকার তফসি রেলওয়ে সাইডিংয়ে। আচমকা মালগাড়ির বগি উলটে যায় বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে দু'জনের মাথা ফেটে গিয়েছে। সকলেই স্ল্যাগের নিচে চাপা পড়ে যান। পরে তাঁদের উদ্ধার করে রানীগঞ্জের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই গুরুতর আহতদের চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে বগি থেকে মালপত্র নামাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। দেড়টা নাগাদ হঠাৎই মালগাড়ির ৪৩ নম্বর বগি উলটে তার নিচে চাপা পড়ে যান ওই শ্রমিকরা। মালগাড়ির এই বগিতে করে ওড়িশা থেকে রানিগঞ্জ ও জামুরিয়া শিল্প তালুকের সিমেন্ট তৈরির কারখানার জন্য সিমেন্টের কাঁচামাল স্ল্যাগ নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই মাল খালি করার জন্য ওই বগিতে উঠেছিলেন শ্রমিকরা। তখনই বগি উলটে যাওয়ায় ৬ শ্রমিক তাতে চাপা পড়ে যান। বিষয়টি লক্ষ্য করে আশে পাশে থাকা অন্যান্য শ্রমিকরা সেখানে ছুটে আসেন। তাঁরাই তড়িঘড়ি ওই স্ল্যাগের মধ্যে থেকে চাপা পড়ে যাওয়া শ্রমিকদের উদ্ধার করেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় রানিগঞ্জের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত শ্রমিকেরা জানান, হঠাৎ করেই তাদের কাজ করার সময় ওই বগিটি উলটে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। কী কারণে ওই বগিটি উলটে গেল সে সম্পর্কে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না বলে জানান শ্রমিকরা। গুরুতর আহতরা ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। আহত এক শ্রমিক জানিয়েছেন, আমরা ৬জন জন মিলে ওই বগিতে উঠে মালপত্র খালি করছিলাম। প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলেছিলাম। তখনই বগিটি উলটে যায়। আমরা চাপা পড়ে যাই। আমরা বগির ভেতরেই ৬ জন ছিলাম। কী কারণে বগি উলটে গেল তা আমরা জানিনা। অন্যান্য শ্রমিকরা এসে আমাদের বাঁচিয়েছেন। পরে আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ক্রেনের সাহায্যে বগি তোলা হয়। যদিও কী কারণে এই ঘটনা তা নিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও মতামত পাওয়া যায় নি। তবে আধিকারিকদের ধারণা মালপত্র খালি করার সময় কোনওভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কারণে ওই বগি উলটে যায়।

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructure Arrangement i.c.w. providing direct feed for broadcasting and live programme of VVIP for Inaugural Ceremony of 132nd Durand Cup at VYBK, Saltlake. **[Job No: KIT/RW/057 of 23-24]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-085/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_550057_1.** Bid Submission Closing : **28.07.2023 up to 06.00 PM.** 2.Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructure Arrangement i.c.w. providing direct feed for broadcasting and live programme of VVIP for Closing Ceremony of 132nd Durand Cup at VYBK, Saltlake. **[Job No: KIT/RW/058 of 23-24]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-086/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_550074_1.** Bid Submission Closing : **28.07.2023 up to 06.00 PM.** 3.Name of Work: "Provision for Temporary Installation of Internet Leased Line (ILL) During 132 Edition Durand Cup Inaugural & Closing ceremony, 2023 at VYBK, Salt lake, Kolkata (Main Feed) **[Job No: KIT/RW/059 of 23-24]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-087/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_550084_1.** Bid Submission Closing : **28.07.2023 up to 06.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

NIQ No-03/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2023-24 dt. 21/07/2023

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/ Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for SPMU" Last date of receiving application is- **28/07/2023 up to 2.00 P.M.** All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Dte.

গো-ব্যাক স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুলাই ঃ বালাভূতে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি, দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান সিপিএমের একটি প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। এদিন এলাকা পরিদর্শনের করে ফেরার পথে সিপিএম প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। দেখানো হয় কালো পতাকা। ঘটনাটি ঘটে বলাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাভূত এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। যদিও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আফতার আলী ব্যাপারীর দাবি, এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয়। সিপিএম নেতৃত্বকে এলাকায় দেখে সাধারণ মানুষ তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

www.ireps.gov.in

@EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

www.ireps.gov.in

@EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

@EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

[illegible]

www.ireps.gov.in

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

[illegible]

http://www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে এসএন্ডটি কাজ

[illegible]

www.ireps.gov.in

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

[illegible]

www.ireps.gov.in

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা আমার মক্কেল আধার হাউসিং ফাইনান্স লি., কলকাতা-র তরফে সংযুক্ত সকলকে সূচিত করা যায় যে, আমি নোটিস প্রদান করেছি যে গ্রাহক নাম **অনিল শ,** পিতা শ্রী গায়ামাতো শ, বাঁকড়া, দক্ষিণ মিশ্রপাড়া, থানা ডোমজুড়, হাওড়া আবেদন জানিয়েছেন ঋণের জন্য বন্ধকী হিসাবে **সমস্ত অংশ** জমি পরিমাপ ০২ **কাঠা,** মৌজা-ধাড়োসা, জেএল নং. ৩৬, এলআর খতিয়ান নং. ২৫৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং. ৭৯৬ ও ৭৯৭, অধীন আরএস দাগ নং. ৫৬৯, এলআর দাগ নং. ৫৮১, থানা-ডোমজুড়, মাকড়দহ নং. ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, হাওড়া, দলিল নং. ০৫০৪০৬৯৪৮ সাল ২০২১।

এক্ষেত্রে গ্রাহক ঘোষণা করেছেন যে উপরি উল্লিখিত ছাড়া পূর্বেকার কোন দলিল নেই, যদি কেউ বা কারোর কোনরূপ দাবী থাকে উল্লেখিত সম্পত্তি বিষয়ে তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে নোটিস প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে এবং তা না হলে, উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি কোনরূপ দায় থেকে মুক্ত হিসাবে গন্য হবে।

এস.জি. অ্যাসোসিয়েটস
সলিসটরস ও অ্যাডভোকেট

তাং ঃ ২২.০৭.২০২৩ ফোন নং. ঃ ৯০০৭৪৩৬৬১৯

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 01 of 2023-24/PO/BCW/JAL (2nd Call), dt-21-07-2023 for Repair and Renovation of existing Teacher's Quarter at EMRS Nagrakata, Jalpaiguri. Last date of bid submission is **05-08-2023 up to 17.00 hours.** Details may be known from the office of the undersigned on any working day. Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW. Jalpaiguri

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বে পরিচিত বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড হিসাবে)

CIN: L34202WB1986PLC040542

রেজি. অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

Website: www.qcml.in | email: secretarial.qcml@rpsg.in | ফোনঃ ০৩৩-৬৬২৫ ১০০০

৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিষয়ক এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) সকল সদস্যরা কোন একক স্থানে উপস্থিত না থেকে অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার পরবর্তী সময়ে গঠিত ধারা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ (সেবি এলওআরডি) সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী সার্কুলার যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক এবং সেবি, সদস্যরা শারিরীক দূরত্ব বজায় রেখে কোন একক স্থানে উপস্থিত না থেকে আলোচিত হবে বানিজ্যসূচী যা স্থির রয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসে। প্রক্সি নিয়োগ করার সুবিধা পাওয়া যাবে না এজিএমে এবং প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতির স্লিপ সংযুক্ত করার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এক্ষেত্রে এবং তা সংযুক্ত করা হয় নি এজিএম নোটিসের সাথে।

এজিএম নোটিস সঙ্গে এজিএমে যোগদান করতে লগইন করার বিস্তারিত তথ্য পাঠানো হয়েছে শুক্রবার ২১ জুলাই, ২০২৩ ইলেকট্রনিক মোডে কেবলমাত্র সমস্ত সদস্যদের যারা রেজিস্টার করিয়েছেন নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা নিজেদের রেজিস্টারে এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টে (আরটিএ) তে বা নিজেদের ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে অনুসারী হিসাবে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার। সভায় যোগদান করার নির্দেশাবলী এবং রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটদানে অংশ নেওয়ার প্রক্রিয়া বা ই-ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটদান করার পদ্ধতি এজিএমে প্রদান করা হয়েছে সভার নোটিসে। ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতি কোরমা হিসাবে বিবেচতি হবে অধীন ধারা ১০৩ কোম্পানি আইন ২০১৩। এজিএম নোটিস আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.qcml.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যা হল বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইট এবং সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ওয়েবসাইটে-https://www.evotingindia.com.।

এই বিষয়ে, সদস্যদের আরও জ্ঞাত করানো যায় যে ঃ

ক) কোম্পানি ৩৭তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রেরণ সম্পূর্ন করেছে ২১ জুলাই,২০২৩ তারিখে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শুরু হবে বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে এবং শেষ হবে রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়।

গ) ই-ভোটিংয়ের জন্য ধার্য্য কাট-অফ তারিখ সোমবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৩।

ঘ) যে সকল সদস্যদের নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে/ বেনিফিসিয়াল ওনার্স তালিকায় ১৬ আগস্ট, ২০২৩ রেকর্ড তারিখ যাহাতে প্রদান হবে চূড়ান্ত লভ্যাংশ আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১মার্চ, ২০২৩ যা অনুমোদিত হয়েছে বোর্ডের তরফে, এবং যদি অনুমোদিত হয় সদস্যদের দ্বারা ৩৭তম এজিএমে।

ঙ) যে সকল সদস্য ভোট দিয়েছেন রিমোট ই-ভোটিংয়ে তারা এজিএমে যোগদান করার জন্য বিবেচিত হবেন কিন্তু তারা পুণরায় ভোটদানের জন্য বিবেচিত হবেন না। একবার ভোট প্রদান করা হয়ে গেলে, সদস্যরা তা পরিবর্তন করার জন্য বিবেচিত হবেন না।

চ) শেয়ার হোল্ডাররা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে একবার ভোট প্রদান করেন এজিএম চলাকালীন কিন্তু যদি তিনি অংশগ্রহণ না করেন সভায় ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডার দ্বারা প্রদত্ত ভোট বিবেচিত হবে অবৈধ হিসাবে ওই ই-ভোটিং সভা চলাকালীন এবং সুযোগ শেয়ারহোল্ডাররা পাবেন শুধুমাত্র সভায় যোগদান করলে।

ছ) সদস্যরা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে সভার ১৫মিনিট পূর্বে এবং পর সংশ্লিষ্ট সময়ের নোটিসে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলি মেনে। এজিএমে যোগদান করার সুবিধা ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে পাওয়া যাবে প্রথম ১০০০ সদস্যদের জন্য আগে আসার ভিত্তিতে। এর সাথে বৃহত্তর সংখ্যার শেয়ার হোল্ডারদের যুক্ত করা যাবে না (যারা ২ শতাংশ বা বেশি শেয়ার রেখেছেন), প্রোমোটার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ডিরেক্টরগন, মুখ্য পরিচালন আধিকারি, অডিট কমিটির চেয়ারপার্সন, নমিনেশান এবং রিমুনেরাশেন কমিটি এবং স্টেক হোল্ডার রিলেশনশিপ কমিটি, অডিটরগন ইত্যাদি যারা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন কোনরূপ নিয়মবিধি ছাড়া প্রথমে আসার ভিত্তিতে।

জ) বৈদ্যুতিন উপায়ে লভ্যাংশ প্রাপ্তির আদেশে, সময়ের মধ্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা যায় যে রেজিস্টার / আপডেট করাতে নিজেদের ব্যাঙ্কের বিস্তারিত ঃ

১.নিজেদের ডিপির সাথে যারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করেন যদি শেয়ার ধরা থাকে ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে জমা করে নিজেদের নথিপত্র এবং

২. আরটিএতে, যদি শেয়ার ধরা থাকে ফিজিক্যাল ফর্মে, জমা করে (১) অনুরোধ চিঠি স্বাক্ষরিত করা স্ক্যান কপি যার মধ্যে থাকবে সদস্যর নাম, ফোলিও নাম্বার, ব্যাঙ্ক বিস্তারিত যেমন ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এমআইসিআর, আইএফএসসি কোড, (২) স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি, (৩) বাতিল চেকের পাতা।

ঝ) অনুসারী হিসাবে ফিনান্সিয়াল আইন, ২০২১, সদস্যদের প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে আয় করযোগ্য এবং কোম্পানিকে কাটতে হবে টিডিএস প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে যা প্রদান করা হবে সদস্যদের প্রস্তাবিত দরে অয়কর আইন,১৯৬১ মোতাবেক, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে ভালো করে প্রদান করতে করের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের পূর্বে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিজেদের আরটিএতে।

ঞ) অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন সঙ্গে পড়তে হবে তৎপরবর্তী ধারা শ্রী তরুণ গোয়াল, অনুশীলনরত কোম্পানি সচিব (সদস্যপদ নং. ২৫২৫৫) নিযুক্ত হয়েছেন পরীক্ষক হিসাবে পরীক্ষা করতে রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি এবং ই-ভোটিং ব্যবস্থা সভা চলাকালীন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।

ট) সমস্ত সহায়তা পাওয়া যাবে ইলেকট্রনিক ভোটদান সংক্রান্ত বিষয়ে যা দেখভাল করবেন শ্রী রাকেশ দালভি, সিনি. ম্যানেজার, (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা ই-মেল পাঠান-helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বার. ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

বোর্ডের পরিচালনবর্গের আদেশানুসারে
স্বা/-
ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক

তারিখ ঃ ২১ জুলাই, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

punjab national bank

(ধারা ৮(১))
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড় নিকট, পোস্ট- বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪

টেলিফোন ঃ ০৩৩-২৪৩৩৫০৪৬, E-mail : cs8319@pnb.co.in

যেহেতু ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।

যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে। গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) অধিগ্রহণ তারিখ গ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	ক) ভাঙড় শাখা খ) মে. নবাব ট্রেডার্স মালিক ঃ কবিরুদ্দিন মোল্লা অ্যাকা. নং. ০৪১৯২৫০৯০৯১১২ (সিসিওটিএইচ) গ) মহ. কবিরুদ্দি মোল্লা পিতা-বাবারুদ্দিন মোল্লা গ্রাম-বাগানাইত, পোস্ট ও থানা-ভাঙড়, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৫০২।	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম বাস্তু জমি পরিমাপ প্রায় ১১.০৭ শতক এবং দ্বিতল বসবাসের বাড়ি অবস্থিত রয়েছে যার মৌজা-গোবিন্দপুর, জেএল নং. ৯২, তৌজি নং. ৬৩৫-৬৪০, অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ১৮৯৪ (মালিকের এলআর নং.), অধীন জুগুলগাছি জিপি, ভাঙড়-১, থানা-ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং **সম্পত্তি রয়েছে মহ. কবিরুদ্দিন মোল্লা নামে,** পিতা-বাবারুদ্দিন মোল্লা যার দলিল নং. ১-০১৪৪ সাল ২০১২ এবং **সম্পত্তির পরিসীমাঃ** উত্তরে-ওউধুত মোল্লার বাড়ি, দক্ষিণ-দাতার জমি, পূর্ব-মালিকের জমি, পশ্চিম-বারিক মোল্লার বাড়ি।	ক) ০৫.০৪.২০২৩ খ) ১৮.০৭.২০২৩ গ) টাকা. ১৪,২২,১৩৭.৬২ (চোদ্দ লক্ষ বাইশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা বাষট্টি পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 23, 2023	11:00 A.M.	Online Platform. Link is as under: https://us06web.zoom.us/j/81362419673

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

গৃহকোণ

পুরনো টুথব্রাশ ফেলে দিচ্ছেন? তা দিয়ে কিন্তু এই কাজগুলো অনায়াসে করতে পারেন

টুথব্রাশ ব্যবহার সকলেই করে থাকেন। দাঁত ও মাড়ির জন্য তা ভাল। তবে আদি অনন্তকাল ধরে একই ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। তিন মাসের বেশি সময় ধরে একই টুথব্রাশ ব্যবহার করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু তা শেষ হয়ে গেলে কি করেন সকলে। ফেলে দেন, তাই না। কিন্তু তাই দিয়ে ভালো ভালো জিনিস করা যেতে পারে তা জানা নেই বোধ হয়। একটি পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে অনায়াসে নিজের পরনের জুতোটি পরিষ্কার করে নিতে পারেন। বিশেষ করে সেই খাঁজগুলি, যেখানে বড় ব্রাশ পৌঁছায় না। আবার একইভাবে বাতিল টুথব্রাশ দিয়ে জানলায় খাঁজে আটকে থাকা ময়লাগুলি ঝেড়ে ফেলতে পারেন। আপনার বাড়ির জানলায় যদি জাল থাকে, তা পরিষ্কার করারও মোক্ষম হাতিয়ার এটি। সোনা কিংবা রুপোর গয়নায় ময়লা জমতে বেশি সময় লাগে না, তবে সুন্দর কারুকাজ করা এই জিনিসগুলি থেকে সেই ময়লা পরিষ্কার করা কিন্তু বেশ কঠিন। এই কঠিন কাজটিই সহজ হয়ে যায় বাতিল করে দেওয়া টুথব্রাশ ব্যবহার করলে। কারণ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কোনায় পৌঁছে যাওয়া যায়। টুথব্রাশ আবার সময়ে সময়ে হেয়ার ব্রাশ হয়ে যায়। যাঁরা চুলে রং করতে পছন্দ করেন তাঁরা এটি ধুয়ে নিয়ে অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন। চুল ভাল রাখতে অনেকে হেনাও ব্যবহার করেন। তাঁদের ক্ষেত্রেও বাতিল হয়ে যাওয়া টুথব্রাশ বেশ কার্যকর। কিছু কিছু শিল্পী আবার টুথব্রাশ আঁকার কাজেও ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে ক্যানভাসে সুন্দরভাবে রং ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বৃষ্টিতেই বিপদ বাড়ে বাড়ির! বাঁচাবেন কীভাবে?

বর্ষাকালে বৃষ্টি হবেই। আপনার সমস্ত প্ল্যানিং এক মিনিটে নষ্ট হতে পারে যদি দেখেন ঘরের একটি দেওয়াল রয়েছে ভিজে। ঘর জুড়ে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। বৃষ্টিতে ভিজে জানলার গ্রিলগুলোতে জং ধরেছে। ব্যস, এসব দেখে বৃষ্টিভেজা রোমান্স একেবারে বিদায়। নো চিন্তা, কয়েকটা জিনিস মেনে চললেই এসবকে খুব সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। বর্ষাকালেও ঘরকে রাখা যায় একেবারে ঝকঝকে। কি ভাবে দেখে নিন- ১) ঘর বাড়ির যত্ন নিন নিয়মিত। বর্ষাকালের আগে চেষ্টা করুন বাড়ি রং করানোর। আর যদি রং না করিয়ে উঠতে পারেন, তাহলে অন্তত প্রাইমার কিংবা হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে নিন। ২) জানলার গ্রিলে জং ধরলে, দ্রুত ব্যবস্থা নিন। চটজলদি গ্রিল গুলোকে রং করিয়ে নিন। দরকার পড়লে জানলার সানসেট গুলোকে মেরামত করুন। দরকারে জানলার বাইরেটা প্লাস্টিক ঢাকা দিতে পারেন। বৃষ্টি কমে গেলে সেই প্লাসটিক সরিয়ে দেবেন। ৩) বৃষ্টি হলে জানলা, দরজা বন্ধ করেই রাখুন। ঘরের মেঝেতে বৃষ্টির জল পড়লে, তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নিন। না হলে মেঝে নষ্ট হতে পারে। ৪) দরজা ও জানলার ধার থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে ফেলুন সমস্ত কাঠের আসবাবকে। জলের ঝাপ্টা থেকে বাঁচাতে এটাই সেরা উপায়। বাড়িতে কাঠের কাজ চললে তা শেষ করুন বর্ষা পড়ার আগেই।

আলমারির ভিতর স্যাঁতসঁতে ভাব কাটাতে রাখুন জীবানুনাশক ন্যাপথলিন। খানিকটা নিমপাতাও রাখতে পারেন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে একজন বিশেষজ্ঞ কারিগরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। গোটা বাড়ির অবস্থান ও পরিস্থিতি বুঝে তিনিই উপযুক্ত পরামর্শ দিতে সক্ষম হবেন।

চক্রধরপুর ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২১ জুলাইঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনের আসানবনি-শালগাঝোরি সেকশনের মধ্যে নরমাল হাইট সাবওয়েতে রিলিভিং গার্ডার ডি-লঞ্চ করার জন্য ট্র্যাফিক-কাম-পাওয়ার ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে, ট্রেন বাতিল, ১। ০৮০৫৫/ ০৮০৫৬ খড়গপুর-টাটানগর-খড়গপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।২। ০৮০৭১/০৮০৭২ খড়গপুর-টাটানগর-খড়গপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।৩। ০৮১৫১/ ০৮১৫২ টাটানগর-বরকাকানা-টাটানগর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।৪। ০৮০১৪।০৮০১৩ চক্রধরপুর-টাটানগর- চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত উপত্তি ১। ০৮১৭৩ আসানসোল-টাটানগর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি পুরুলিয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে এবং ২৩.০৭.২০২৩ তারিখে পুরুলিয়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত ০৮১৭৪ যাত্রী বিশেষ হিসাবে সংক্ষিপ্তভাবে উৎপন্ন হবে। পুরুলিয়া- টাটানগর-পুরুলিয়ার মধ্যে ০৮১৭৩০৮১৭৪-এর পরিষেবা বাতিল থাকবে।

মণিপুর ইস্যুতে মোদীকে নিশানা প্রিয়াঙ্কার, মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও গোয়ালিয়রে সরব কংগ্রেস নেত্রী

গোয়ালিয়র, ২১ জুলাই ঃ মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী।

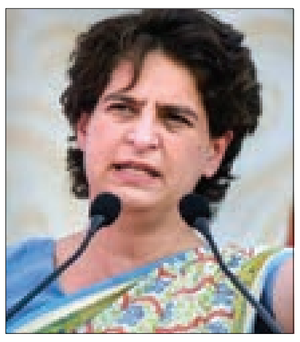

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে জন আক্রোশ জনসভা থেকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা বলেছেন, মণিপুর বিগত দুই মাস ধরে জ্বলছে, বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, মহিলাদের নির্যাতন করা হয়েছে, শিশুদের মাথাযর ওপর ছাদ ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী ৭৭ দিন ধরে কোনও বিবৃতি দেননি। একটি ভয়ঙ্কর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বৃহস্পতিবার তিনি কথা বলেন। সেই বিবৃতিতেও তিনি রাজনীতি মিশ্রিত করেছেন এমনকি বিবৃতিতে বিরোধী রাজ্যগুলির নামও উল্লেখ করেছেন। প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, এমনকি আমি এখানে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের ব্যর্থ নীতি ও শাসন সম্পর্কে কথা বলতে পারি। এমনকি বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার আদর্শ কীভাবে হঠাৎ বদলে গেল সে সম্পর্কেও আমি কথা বলতে পারি। আমি জনগণের সমস্যা নিয়ে কথা বলব এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মূল্যবৃদ্ধি। প্রিয়াঙ্কার কথায়, এখনকার রাজনীতি হল শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ, যেখানে আসল ইস্যু এবং জনগণের সমস্যা পিছিয়ে পড়ে। অন্যের সমালোচনা করা খুব সহজ...সর্বশেষে, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ধরে রাখা। কিন্তু বিরোধীদের বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এক বিবৃতিতে সবাইকে চোর বলেছেন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে পুনঃনির্ধারণ, শর্ট টার্মিনেশন এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্তন করা হবে

গোরক্ষপুর, ২১ জুলাই ঃ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের সমষ্টিপুর ডিভিশনের কিষাণপুর-রামভদ্রপুরের মধ্যে দ্বিগুণ কাজ করার জন্য প্রাক-নন ইন্টারলক এবং নন-ইন্টারলক কাজের কারণে রেল প্রশাসনের দ্বারা যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং অপারেশনাল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, পুনঃনির্ধারণ, শর্ট টার্মিনেশন এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্তন করা হবে- পুনঃনির্ধারণ ১১০৬২ জয়নগর - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস ২২ জুলাই, ২০২৩-এ জয়নগর ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ৬০ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ০৪৬৫২ অমৃতসর- জয়নগর স্পেশাল ট্রেন অমৃতসর থেকে ২৩ জুলাই, ২০২৩-এ ছেড়ে যাওয়া জয়নগরের পরিবর্তে মুজাফফরপুরে সংক্ষিপ্ত হবে।- ১১০৬১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-২১ থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ছেড়ে যাওয়া জয়নগর এক্সপ্রেস জয়নগরের পরিবর্তে মুজাফফরপুরে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ হবে।১৪৬৫০ অমৃতসর- জয়নগর এক্সপ্রেস ২২ এবং ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া জয়নগরের পরিবর্তে সমাস্তিপুরে সংক্ষিপ্ত হবে। ১৪৬৭৪ অমৃতসর-জয়নগর এক্সপ্রেস ২৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া জয়নগরের পরিবর্তে সমাস্তিপুরে সংক্ষিপ্ত হবে। সংক্ষিপ্ত উপত্তি-০৪৬৫১ জয়নগর- অমৃতসর স্পেশাল ট্রেনটি ২৫ জুলাই, ২০২৩-এ জয়নগর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত ছিল জয়নগরের পরিবর্তে মুজাফফরপুর থেকে ডাইভার্ট করা হবে।- ১১০৬২ জয়নগর- লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেসটি জয়নগর থেকে ২৩ থেকে ২৬ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ছেড়ে যাবে জয়নগরের পরিবর্তে মুজাফফরপুর থেকে ডাইভার্ট করা হবে।

সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পের ৫৫ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ২১ জুলাই ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগী প্রকল্প হলো সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী রেলওয়ে প্রকল্প। ভারতীয় রেলওয়ের রাজধানী সংযোগী প্রকল্পের অধীনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করতে নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণের কাজ চলছে। রেল সংযোগী প্রকল্পগুলি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয়

রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পালন করছে। সিকিম ও দেশের অবশিষ্ট অংশের মধ্যে একটি রেলওয়ে সংযোগ স্থাপন করতে অন্যান্য সংযোগী প্রকল্পগুলির পাশাপাশি সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী রেলওয়ে প্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সেবক-রংপো প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই ৫৫ অগ্রগতি অর্জন করেছে। সেবক-রংপো রেল লাইন প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য হলো ৪৪.৯৬ কিমি (৪১.৫৫ কিমি পশ্চিমবঙ্গের অংশে এবং ৩.৪১ কিমি সিকিমের অংশে)। মোট ৪৪.৯৬ কিমির দৈর্ঘ্যের মধ্যে টানেলের অংশ রয়েছে ৩৮.৬২৩ কিমি (৮৬ শতাংশ), ব্রিজের অংশ ২.২৪ কিমি (৫) এবং স্টেশন ইয়ার্ডের খোলা কাটিং / ফিলিং-এ রয়েছে ৪.৭৯ কিমি (৯)। টানেলের নির্মাণ কাজের জন্য নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথোড (এনএটিএম) গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০.১১ কিমি টানেল মাইনিং কাজ ও ৪.২ কিমি টানেল লাইনিং-এর কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রস্তাবিত লাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৪টি টানেল, যার মধ্যে দীর্ঘতম টানেলটি ৫.৩০ কিমি এবং ক্ষুদ্রতম টানেলটি ৫৩৮ মিটার লম্বা। এই প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি মেজর ব্রিজ ও ১০ মাইনোর ব্রিজ রয়েছে। সমস্ত মেজর ব্রিজের কাজ জোরকদমে চলছে এবং ০৬টি মাইনোর ব্রিজের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে সেবক, রিয়াং, মেল্লি, রংপো এবং তিস্তা বাজার নামে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড হল্ট স্টেশন সহ মোট পাঁচটি স্টেশন নির্মাণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ১২,৪৭৪ কোটি টাকা। ২০২৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই প্রকল্পটি সিকিমে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এছাড়া সিকিম থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা চালু করাও সম্ভব হতে পারে। এই রাজ্যের পর্যটন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পাবে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল পথচারীর

অসম, ২১ জুলাই ঃ গোয়ালপাড়া জেলার মারনাই থানার অন্তর্গত মাজোঙ্গায় রেলওয়ে ট্র্যাক ক্রসিংয়ের উপর দিয়ে বাঙ্গাইগাঁও-কামাখ্যা হাইস্পিড ট্রেনের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছে। পুলিশ আজ জানিয়েছে যে মৃত ব্যক্তির নাম মাজোঙ্গা গ্রামের দীপক রায় (৭০)। জানা গেছে, গতরাতে সবজি কিনে বাড়ি ফেরার সময় রেললাইন পার হচ্ছিলেন ওই মৃত ব্যক্তি। এদিকে বোঙ্গাইগাঁও- কামাখ্যা হাইস্পিড ট্রেনটি রেললাইন পার হওয়া এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে আরপিএফ ও পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা স্বার্থ এবং উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িতঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ ভারত ও শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা স্বার্থ এবং উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জোর দিয়ে এক কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহের সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারতের ''প্রতিবেশী সর্বাগ্রে'' নীতি এবং ''সাগর'' উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীলঙ্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। আজ আমরা দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেদের মতামত ভাগ করেছি। শুক্রবার দিল্লিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে। মোদী ও রনিলের উপস্থিতিতে শুক্রবার ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েকটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই স্বীকৃতির জন্য নেটওয়ার্ক -টু-নেটওয়ার্ক চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, শ্রীলঙ্কায় ইউপিআই চালু করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি, ফিনটেক সংযোগ বাড়াবে। তিনি আরও বলেন, আমি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে এবং তাঁর প্রতিনিধি দলকে ভারতে স্বাগত জানাই। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এক বছর পূর্ণ হওয়ায় আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীলঙ্কার জনগণ গত বছর অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আমরা সংকটের সময়ে শ্রীলঙ্কার জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমরা ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত। বাণিজ্য ও মানুষের ভ্রমণ বৃদ্ধির জন্য, আমরা তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম এবং শ্রীলঙ্কার কাঙ্কেসান্তুরাইয়ের মধ্যে যাত্রী ফেরি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আজ আমরা মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেছি। আমরা একমত যে আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমরা শ্রীলঙ্কায় পুনর্গঠন ও পুনর্মিলনের কথাও বলেছি। রাষ্ট্রপতি বিক্রমাসিংহে আমাকে তার অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। আমরা আশা করি শ্রীলঙ্কা সরকার তামিলদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং সমতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা আশা করি শ্রীলঙ্কা ১৩ তম সংশোধনী এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

হিমাচল সরকার বাগান উদ্যানপালকদের প্রতি অবিচার করছে ঃ জয়রাম ঠাকুর

সিমলা, ২১ জুলাই ঃ শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির জয়রাম ঠাকুর বলেন, হিমাচল সরকার উদ্যানপালকদের প্রতি অবিচার করছে। মুখ্যমন্ত্রী, উদ্যানপালন মন্ত্রী এবং থিওগ বিধায়কের মধ্যে একেবারেই কোনও সমন্বয় নেই। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আপেল যেভাবে বিক্রি হচ্ছে সেভাবেই বিক্রি হবে। উদ্যানমন্ত্রী বলছেন, কেজির ভিত্তিতে বিক্রি হবে আর তাঁর বিধায়ক বলছেন অন্য কথা। এ কারণে বাগান মালিকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। আপেল চাষীরা কি করে আপেল বিক্রি করবে কেজিতে যখন আপেল ওজন করার ব্যবস্থা নেই মন্ডিতে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপর্যয়ের সময় হিমাচল প্রদেশকে প্রতিটি উপায়ে সাহায্য করেছে, তা হেলিকপ্টার বা ত্রাণ অর্থ সরবরাহ করা হোক। কিন্তু কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদও দেয়নি। জয়রাম বলেন, যে কংগ্রেস নেতারা এমনকি এতদূর গিয়েছিলেন যে তারা বলছেন, বিপর্যয়ে আটকে পড়া লোকদের বাঁচাতে সেনাবাহিনী মোটেও উপস্থিত ছিল না এবং মুখ্যমন্ত্রী তাদের উদ্ধার করতে নিয়ে এসেছিলেন। বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছেন কি না তা

জানতে চাই। তিনি আরও বলেন, বিপর্যয়ের জন্য কেন্দ্র যে তহবিল পাঠিয়েছে তা কংগ্রেসের মন্ত্রী ও নেতারা নগদে মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন। তার সাথে ছবি তোলা হচ্ছে, সে শুধু ক্রেডিট নিতে চায় আর কিছু না। একই সাথে, তিনি বিজেপির সকল নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি হিমাচল প্রদেশের চারটি আসনেই ঐতিহাসিক বিজয় হাসিল করবে এবং আবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠন করবে।

কুল্লুর মানালি, সাইঞ্জ এবং মণিকর্ণ উপত্যকায় আবারও মেঘ ফেটে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

কুল্লু, ২১ জুলাই ঃ হিমাচলের কুল্লু জেলায় বৃষ্টির জেরে ধ্বংস লীলা অব্যাহত । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এবং শুক্রবার ভোরে জেলার মানালি, সাইঞ্জ এবং মণিকর্ণা উপত্যকায় মেঘ ফেটে নালায় বন্যার কারণে স্থানীয় লোকজনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধ্বংসাবশেষে একটি স্কুল ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বেশ কয়েকটি দোকান ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সকাল আড়াইটার দিকে মেঘ ফেটে যাওয়ার খবর পেয়ে সাঁইজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বলে জানা গেছে। এরপর রাইলার পশিতে একটি স্কুল ভবন জল ও ধ্বংসাবশেষের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে কোনো ধরনের প্রাণহানির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বলা হয় যে মানালির জগসুখের পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছিল, যার কারণে বন্যার জল এবং ধ্বংসাবশেষ জগসুখ বাজারে পৌঁছালে অনেক দোকান ও খামারের শেড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইসঙ্গে করজান ড্রেনে পাহাড়ের ওপর মেঘ ভেঙে যাওয়ার পর হঠাৎ করে জলের স্তর বেড়ে ধ্বংসস্তূপ মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ে। বন্যার ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে অনেক যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইভাবে মণিকর্ণ উপত্যকার ষাট নালায় হঠাৎ করে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দুটি দোকান ভেসে গেছে। জারি এলাকায়ও ভারী বর্ষণে রাস্তা তলিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ৯ ও ১০ জুলাই রাতে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

মণিপুর নিয়ে উত্তাল সংসদ শাসক-বিরোধী চাপানউতোর, উভয়কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও সংসদে সরব হয়েছেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধী সাংসদদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে শুক্রবার লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দফায় দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন সংসদে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনা হবেই। তবুও হইচই, হট্টগোল চলতে থাকে। মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় হট্টগোলের মধ্যেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, মণিপুরের ঘটনা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুতর এবং পরিস্থিতি বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে মণিপুরে যা ঘটেছে তা সমগ্র দেশকে লজ্জায় ফেলেছে। এই ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা মণিপুর নিয়ে সংসদে আলোচনা চাই। হইহট্টগোলের মধ্যেই দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভাতেও একই অবস্থা ছিল, তাই রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, শান্তি ফেরেনি। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে বাকযুদ্ধ, চাপানউতোর চলতে থাকে। শেষমেশ দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সংসদের বাইরে বলেন, আমি সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়নি। সরকারের উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করা এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি বিবৃতি প্রকাশের দাবি জানাই...প্রধানমন্ত্রী মোদী সদনের বাইরে বিবৃতি দিয়েছেন, যদিও তাঁর উচিত ছিল সদনের ভিতরে বক্তব্য রাখা।

সিমলায় গভীর খাদে গাড়ি পড়ে তিনজনের মৃত্যু

সিমলা, ২১ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশের রোহরু মহকুমার চিদগাঁও এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চিদগাঁওয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল খাবলে। গভীর রাতে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আহত তিনজনকে খাদ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্গম এলাকার কারণে উদ্ধার কাজ চালাতে প্রশাসনকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। গাড়িতে আরোহীরা সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। নিহতরা হলেন প্রাক্তন উপপ্রধান খাবাল সত্য প্রকাশ (৪১), প্রাক্তন প্রধান খাবাল পৃথ্বী রাজ (৩২) এবং চালক অনিল (৩২)। আহতদের মধ্যে অবন্তিকা (১৮), ত্রিলোক (১৭) ও আরও একজন রয়েছেন। তারা সকলেই খাবালের সাউন্দাদি গ্রামের বাসিন্দা এবং চিদগাঁও থেকে তাদের গ্রামে ফিরছিলেন যখন তাদের গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রোহরুর ডিএসপি রবীন্দ্র নেগি বলেন, মৃতদেহগুলোর ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। আহত একজনকে রোহরু থেকে আইজিএমসিতে রেফার করা হয়েছে। তিনি বলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রের নানা জেলায় লাল ও কমলা সতর্কতা জারি

মুম্বই, ২১ জুলাই ঃ মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায়। এছাড়াও মুম্বই, থানে, রায়গড় ও রত্নাগিরি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি-র পূর্বাভাস মতো শুক্রবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে মুম্বই, ভারী বৃষ্টিতে এদিন মুম্বইয়ের স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। একটানা বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের রাস্তায় জল জমে যায়। ফলে শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকা এদিন ছিল একেবারে জলের তলায়। রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়।

৫ কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার তিন পাচারকারী

অসম, ২১ জুলাই ঃ বিপুল পরিমাণ মাদকসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে নগাঁও থানা পুলিশ। চোরাকারবারিদের নাম ডাবকা নিজামুদ্দিন, ধিং-এর সাদ্দাম হুসেন এবং মরিগাঁওয়ের সানু শেখ। শুক্রবার পুলিশ জানায়, অতিরিক্ত পুলিশ সদর দফতরের (নগাঁও) নেতৃত্বে নগাঁও পুলিশের একটি দল বিপুল পরিমাণ মাদকসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে। গ্রেফতারকৃত চোরাকারবারিদের কাছ থেকে ৮০০ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত ওষুধ ৬০ টি সাবানের বাক্সে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা।

ভিএইচপির কার্যকরী সভাপতির বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করার আদেশ বাতিল করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ দিল্লি হাইকোর্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার (আইনজীবী)-এর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করেছে। হাইকোর্ট স্পষ্ট বলেছে, অলোক কুমারের বিরুদ্ধে কোনও মামলা হয়নি । এই মামলাটি কংগ্রেস সভাপতির ঘনিষ্ঠ হর্ষ মান্দরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ও দায়রা আদালত মামলা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন অলোক কুমার। হাইকোর্ট, তার বিশদ আদেশে বলেছে যে অলোক কুমারের বিরুদ্ধে কোনও তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং তার বিরুদ্ধে কোনও প্রকৃত অভিযোগ ছিল না। প্রসঙ্গত, মামলাটি ২০১৯ সালের জুলাইয়ে পুরানো দিল্লির লাল কুয়ান এলাকায় একটি মন্দিরের ক্ষতি সম্পর্কিত। কিছু ভগবানের মূর্তিও ভাঙা হয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। সেই সময় কাশী থেকে আসা এক সন্ন্যাসী উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন বলে অভিযোগ। সেই বক্তৃতার ভিত্তিতেই এফআইআর নথিভুক্ত করার দাবি জানান হর্ষ মান্দার।

Name Change

I, MANDIP YAGNIK (old name) D/O HARCHARAN SINGH BINDRA Presently residing at 4A, LANSDOWNE PLACE, PO- SARAT BOSE ROAD, KOLKATA 700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANDIP BINDRA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. MANDIP YAGNIK and MANDIP BINDRA both are same and one identical person.

Name Change

I, KRISHNA MOHAPATRA (old name) W/O SUBRAT KUMAR MOHAPATRA Presently residing at Flat-17C1, Cape Tower Hiland Park, 1926 Chakgaria Panchasayar, PS-Survey Park, Pin-700094 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KRISHNA KUMARI MOHAPATRA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. KRISHNA MOHAPATRA and KRISHNA KUMARI MOHAPATRA both are same and one identical person.

Name Change

I, KHATIJA BEGUM (old name) D/O RUHUL AMIN MIR Presently residing at Z-3/522, MISTRI GHAT ROAD, PO-BADARTALA, PS-NADIAL, PIN-700044 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KHATIZA BEGUM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. KHATIJA BEGUM and KHATIZA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, TARUN MALL (old name) S/O VISHNUR PRAKASH MALL Presently residing at 55/6, Purna Das Road, PS- Gariahat, Kolkata-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TARUN KUMAR MALL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. TARUN MALL and TARUN KUMAR MALL both are same and one identical person.

Name Change

I, JATIN SHETH (old name) S/O JAYVANT SHETH Presently residing at Flat-102, 4/1, Justice Chandra Madhab Road, PO- L.R. Sarani, PS-Bhawanipore, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JATIN KUMAR SHETH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. JATIN SHETH and JATIN KUMAR SHETH both are same and one identical person.

Name Change

I, RIZWAN HAQUE (old name) S/O SEKH IMAMUL Presently residing at Sudarshan, PO-Ramnathpur, PS-Polba, Hooghly-712148 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH RIZWAN HAQUE, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. RIZWAN HAQUE and SEKH RIZWAN HAQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, VINOD KUMAR KANOI (old name) S/O NARAYAN PRASAD KANOI Presently residing at EC-60, SECTOR-I, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) VINOD KANOI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 20/07/2023. VINOD KUMAR KANOI and VINOD KANOI both are same and one identical person.

Name Change

I, RIZWAN HAQUE (old name) S/O SEKH IMAMUL Presently residing at Sudarshan, PO-Ramnathpur, PS-Polba, Hooghly-712148 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH RIZWAN HAQUE, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. RIZWAN HAQUE and SEKH RIZWAN HAQUE both are same and one identical person.

Name Change

I, SUPARNA HALDER (old name) W/O SUMAN SAHA Presently residing at 13C, Northern Avenue, PO-Belgachia, PS- Chitpore, Kolkata-700037 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUPARNA SAHA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. SUPARNA HALDER and SUPARNA SAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, VINOD KUMAR KANOI (old name) S/O NARAYAN PRASAD KANOI Presently residing at EC-60, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) VINOD KANOI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 21/07/2023. VINOD KUMAR KANOI and VINOD KANOI both are same and one identical person.

রাজ্যে অবিলম্বে ৩৫৫ বা ৩৫৬ জারি প্রয়োজন, অন্তত দলদাস পুলিশদের সায়েস্তা করতে নাহলে বাংলার মানুষ বাঁচবে না ঃ পার্থসারথী চ্যাটার্জি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ডিসিআর কাটা থেকে শুরু করে নমিনেশন জমা, প্রত্যাহার সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। অবশেষে ভোট গ্রহণ এবং গণনার ক্ষেত্রেও ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি সহ সকল বিরোধী দলের । কখনো পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কখনো বা সরকারি কর্মচারী কিংবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের অথবা ভোট কর্মীদের কাজে লাগিয়ে সরাসরি ভোট লুঠ করেছে তারা, এমনকি বেশ কিছু এলাকায় যেখানে পঞ্চায়েতে বোর্ড তৃণমূলের প্রায় হাতছাড়া অথবা অবস্থায়ী সেই সব ক্ষেত্রে সেইসব ক্ষেত্রে বিজেপি অথবা যে কোন বিরোধী জয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রেও তাদের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে পুলিশ প্রশাসন তা কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করে। কোথাও এ ধরনের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সন্ত্রাস এবং ব্যাপক কারচুপি প্রকাশ্যে এসেছে সাধারণ মানুষের মোবাইলে ক্যামেরা বন্দীর মাধ্যমে। এই সমস্ত ফুটেজ এবং ছবি তথ্যসম্বলিত ভাবে তারা দলীয় নেতৃত্বকে জমা দেন। এবং সেখান থেকেই আইনের দ্বারস্থ হন নেতৃত্ব। এই ধরনের বিভিন্ন প্রমাণাদি দেখে বিচার ব্যবস্থাও এই মুহূর্তে কাউকে জয়ী না বলার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তবে এতো গেলো প্রমাণ সাপেক্ষ , কিন্তু শাসকের রক্তচক্ষুর ভয় পেয়ে যে সমস্ত পঞ্চায়েতে নির্বাচনে দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসেনি, তবে তথ্যগত প্রমাণ আছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও তারা পুনঃগণনা কোথাও কোন পুনঃ নির্বাচনের দাবি করেছেন। আর সমস্ত দাবি মানুষকে সাথে নিয়ে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের গণদাবিতে পরিণত করতে, বিজেপি রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আজ। এরই সঙ্গিক্ষণে শুক্রবার রাজ্য জুড়ে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় রাজ্য বিজেপি। একদিকে তৃণমূলের শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার জমায়েতে সমর্থকদের যাওয়া অন্যদিকে কার্যত তৃণমূল শূন্য অবস্থায় বিভিন্ন বিডিও অফিস গুলিতে বিজেপির ঘেরাও অভিযান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রবার দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল চারটে মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিডিও অফিসে এই কর্মসূচি পালন করার ডাক দেয় বিজেপি। তেমনি রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাথে নদীয়ার বিভিন্ন বিডিও অফিসে এই কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেল বিজেপির তরফে। শুক্রবার বেলা আনুমানিক বারোটায় নবদ্বীপ মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে একই কর্মসূচি পালনে সামিল হয় বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথী চ্যাটার্জি, ছিলেন বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব গৌতম পাল, জেলা নেতৃত্ব অর্পনা নন্দী, সঞ্জয় ঘোষ সহ নবদ্বীপ ব্লকের সকল মন্ডল সভাপতি ও অসংখ্য কর্মী সমর্থক। সেখানেই বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চ্যাটার্জি বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাসক তৃণমূলকে একের পর এক তীর্যক ভাষায় আক্রমন করে, পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সহ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সরকারি পদাধিকারী আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কা। ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। সেখানেই তিনি বলেন ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন বাম আমলের সন্ত্রাসকেও ছাপিয়ে গেছে, যার ফলে এখনো পর্যন্ত ৫০ এর ওপরে মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ফলে রাজ্যের এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোন অধিকার নেই, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন অবিলম্বে রাজ্যে ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা লাগু করা দরকার বিশেষ করে এই দলদাস পুলিশ প্রশাসনকে সায়েস্তা করতে, ও রাজ্যের মানুষকে এদের থেকে পরিত্রাণ করতে ও বাঁচাতে। না হলপ রাজ্যের মানুষ এই অপদার্থ সরকারের হিংসার থেকে মানুষ বাঁচবে না। এরই পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে যে গণনা কেন্দ্র বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে তারা লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবেন। এদিন এই বিক্ষোভের সাথে নবদ্বীপের বিডিও অফিসে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ পত্র, কালো গোলাপ ফুল ও একটি মিষ্টির প্যাকেটও দেয়। এবংসমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হাসি মুখে তা গ্রহণ করতেও দেখা যায়, ডেপুটেশন শেষে বিজেপি নেতৃত্ব জানায় আমরা নবদ্বীপ ব্লকের আট টি বুথের নির্বাচন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি তিনিও গুরুত্ব সহকারে সবটা দেখবেন বলেও জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ- এর দাবিতে পথ অবরোধ হবিবপুরের কেন্দপুকুরে অবরোধ শেষ হতে না হতেই বুলবুলচন্ডী শান্তি নগর, কেন্দুয়া সহ আইহো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুলাই ঃ বিদ্যুৎ- এর দাবিতে পথ অবরোধ হবিবপুরের কেন্দপুকুরে অবরোধ শেষ হতে না হতেই বুলবুলচন্ডী শান্তি নগর, কেন্দুয়া সহ আইহো এলাকায়। এদিন মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ককে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে হবিবপুর থানার বিভিন্ন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়মিত বিদ্যুৎ না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হছে । এর ফলে রাতে ছোট ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্কদের রাত ভোর গরমে জেগে কাটাতে হচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন কাজে সমস্যা হয় তাদের। তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্টেশন ম্যানেজার কে ফোন করলে ফোন তুলে না বলে অভিযোগ। প্রায় তিন থেকে চার দিন ধরে সন্ধ্যায় পর বিদ্যুৎ চলে গেলে আসে না বলে অভিযোগ। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান আমরা আজ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের করেছি সমাধান না হলে আবারো পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাবে বলে জানা গেছে। কারণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়মিত ঘটে। রাত্রি হলেই বিদ্যুৎ চলে গেলে দেখা মিলে না বিদ্যুতের এর ফলে আমাদের পরিবারের ছোট ছোট বাচ্চা ঘুমোতে সমস্যা হচ্ছে এছাড়াও জলের সমস্যা সহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। আইহো ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টেশন ম্যানেজার গণেশ চৌধুরী বলেন সমস্যা হয়েছে আমি বিষয়টি উচ্চ পদের আধিকারিকদের জানাবো শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরে এই আশ্বাস দেওয়া হলে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এলাকবাসী বলেন সমস্যার সমাধান না হলে এলাকার বাসিন্দারা আবারো পথ অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।

শহর শিলিগুড়ি জল কষ্টে ভুগছে, এই অভিযোগে এনে দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম ডেপুটেশনে সামিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি শহর বেশ কিছু দিন ধরে পানীয় জল কষ্টে ধুকচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম এর ডাকে গণ ডেপুটেশনে সামিল হন কর্মী সর্মথকেরা। এই কর্মসূচিতে হিলকার্ড রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে এক মিছিল করে পুরনিগম অভিযান করেন। সিপিআইএম এর এই কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ পুরনিগম নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়। আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করতে এসে পুলিশের বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে যান। উত্তেজিত সিপিআইএম এর কর্মীরা পুলিশের সাথে বাক্কা লাভে জড়িয়ে পরেন। স্মারকলিপি দিতে এসে পুলিশের বাধা পেয়ে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য্য রাস্তায় বসে পরেন। এক প্রশ্নের উত্তরে অশোকবাবু জানান, শহরের মানুষ জল কষ্টে ভুগচ্ছেন সেই দিকে কোন নজর না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের সকল কাউন্সিল সহ মেয়র পারিষদ ও মেয়র ডেপুটি মেয়র কেউ নেই অফিসে। অশোকবাবু জানান তিনি মেয়র থাকা কালিন এক দিন জল পরিসেবা ব্যহত হয়ছিল দেখে তাদের কি হেনস্থার সম্মুখীন হত হয়েছিল।

বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাস, লাগামহীন ছাপ্পা, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে এবং পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আজ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিডিও অফিস ঘেরাও এবং ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়।

বিডিও অফিসে যাওয়ার পথে তাদের রাস্তায় ব্যারিকেড করে আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি কর্মীরা সেই ব্যারিকেড ভাঙতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। যার জেরে কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে অশান্তি ও হিংসার ঘটনার অভিযোগ তুলে গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপির তরফে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। তবে বিজেপির ঘেরাও কর্মসূচির আগে বিডিও কার্যালয়ের ১০০ মিটার পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। প্রশাসনের এই ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করেই এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা মিছিল করে বিডিও কার্যালয়ের দিকে এগোতে থাকলে ব্যারিকেট করে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এতেই পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পুলিশের ব্যারিকেট ভেঙে বিডিও কার্যালয়ের দিকে এগোলে বিডিও অফিসের প্রধান গেটে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়। পরে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল তাদের দাবি দাবা সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয় মাটিগাড়ার বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসকে।

২১ জুলাই ধর্মতলায় দশ থেকে বারোটি আদিবাসী নৃত্যের দল পৌঁছালো ইলামবাজার জঙ্গল থেকে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ জুলাই ঃ ট্রেনে করে একুশে জুলাইয়ের সম্মেলনে বীরভূমের আদিবাসীরা। সব থেকে বেশি আদিবাসী নৃত্যের দল পৌঁছালো ইলামবাজার জঙ্গল থেকেই। ইলামবাজার পঞ্চায়েতের বনভিলা রোডশোতে চলতি বছরের মে মাসে এসেছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় আদিবাসীরা কথা বলেন অভিষেকের সাথে। মোরগাবুনি থেকে এসেছিলেন ছেলে কোলে নিয়ে ফুলমনি মার্ডি। তাঁর ছোট্ট ছেলেকে গাল টিপে আদর করেন অভিষেক। অভিষেক নিজেও বাজান ধামসা। সেই সময় ছয়টি আদিবাসী নৃত্যের দল তাঁদের সমস্যার কথা সরাসরি অভিষেককে জানান। তাঁরাও এবার এসেছেন ধর্মতলায় একুশের ডাকে। রামনগরের আদিবাসী তৃণমূল নেতা রবি মুর্মু সেই সময় সরাসরি আদিবাসী শিল্পীদের কথা বলিয়ে দেন অভিষেককে। এবার ইলামবাজার থেকে এসেছেন রবি মুর্মু। তিনি জানান, মোট ছয়টি নাচের দল একুশে জুলাইয়ের সম্মেলনে। ইলামবাজারের ভাতর মার্ডি, নেপাল সোরেন, লক্ষ্মীরানী বেসরা, জঙলা মুর্মু ও গোপাল মার্ডির নেতৃত্বে রাঙাবাঁধ নৃত্যদল, বনসুলি সিধোকানহু নৃত্য দল, মরগাবুনি নৃত্য দল, নমসা মার্ডি নৃত্য দল, সাহেব পাড়া, কানুপাড়া নৃত্যদল সবাই ধর্মতলায়। রবি মুর্মু বলেন, সারা বছর আদিবাসীরা ধামসা মাদল নিয়ে রিহার্সাল করেছে। অন্যদিকে, মহম্মদবাজার থেকেও বেশ কয়েকটি দল একুশের ডাকে সামিল হয়। এলাকার আদিবাসী নেতা সুনীল সোরেন বলেন, আগেরবার চারটে বাস ছিল। আদিবাসীদের ধর্মতলা যেতে সুবিধা হয়েছিল। এবার বাসের ব্যবস্থা না থাকায় ট্রেনে যেতে হয় । স্বাভাবিকভাবেই এবার সমস্যা হয়েছে ।

প্রেমের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় অপমানে আত্মঘাতী কিশোরী, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জুলাই ঃ মালদায় প্রেমিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার পরিত্যক্ত ঘর থেকে। প্রেমের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় অপমানে আত্মঘাতী কিশোরী। পরিত্যক্ত ঘর থেকে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার হবিনাগর এলাকায়। শুক্রবার সকালে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত কিশোরীর নাম বিউটি খাতুন (১৭)। বাড়ি হবি নাগর এলাকায়। সে স্থানীয় স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। প্রেমিকের নাম শেখ বিশাল। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির পাশের এক প্রতিবেশী শেখ বিশালের সাথে এক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই কিশোরীর। পরস্পরকে ভালোবাসে। বিষয়টি ছেলের পরিবার জানতেই শুরু হয়ে যায় বাদানুবাদ। কিন্তু তাদের ভালোবাসার সম্পর্কে কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলের পরিবার। প্রেমের সম্পর্ক কোনো ভাবে মানতে নারাজ ছেলের পরিবার। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার ছেলের মা সুমি বিবি মেয়ের বাড়িতে এসে চড়াও হয়। কিশোরীর উপস্থিতিতে মেয়ের পরিবারকে শুরু হয় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মানসিক ভাবে নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ কিশোরীর পরিবারের। এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বছর সতেরোর কিশোরি বিউটি খাতুন। শুক্রবার কাক ভোরে গ্রামের পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার হয় তার গলায় ওড়না জড়ানো নিথর দেহ। মৃতার পরিবারের আরও অভিযোগ, শেখ বিশাল আমার মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যায়। মেয়ের সাথে ফোনে কথোপকথন হতো। তারপরেই এদিন আমার মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই। আমি দোষীদের শাস্তি চেয়ে চাঁচল থানায় ছেলের পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। চাঁচল থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর , ২১ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার মালঞ্চা এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার। তাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে । পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রদীপ প্রসাদ ওরফে বাবুয়া। বাড়ি তপনের কাজিভাগ এলাকায়। শুক্রবার বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মালঞ্চা রেললাইনের ধার থেকে প্রদীপের দেহ উদ্ধার করে জিআরপি ও তপন থানার রামপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তপনের মদ ব্যবসায়ী সুদামা প্রসাদের ছোট ছেলে প্রদীপ। গত বছর সে শিলিগুড়ির একটি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সম্প্রতি সে বাড়ি ফেরে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাড়ে ৬ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় প্রদীপ। তারপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি ফিরে না আসায় প্রদীপকে ফোন করা হয়। কিন্তু তার ফোন সুইচ অফ মেলে। রাতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তার সন্ধান পাননি পরিবারের লোকজন। এদিন সকালে রেললাইনের ধার থেকে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাইকেলে মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ জুলাই ঃ বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্নার জল নিয়ে সাইকেলে মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল এক দল পুণ্যার্থী। ৪৩ সদস্যের এই দলটি শুক্রবার সকালে ইন্দারাগোড়া থেকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর সময় বহু মানুষ তাদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন। পুণ্যার্থী দলের সদস্য বিশ্বজিত কর্মকার জানান, ইতিপূর্বে তারা দেওঘর, বেনারস পুরী সহ দেশের বিভিন্ন শিবমন্দিরে বাবার মাথায় শুশুনিয়ার জল ঢেলে এসেছি। এবার আমরা মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত শিবমন্দির মহাকালেশ্বর মন্দিরে জল ঢালবো। ১৫০০কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে তাদের ২০২২ দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

পিঙ্কি হত্যা ঃ শোকাহত পরিবারের বাড়িতে বিডিএফ-এর প্রতিনিধি দল

শিলচর (অসম), ২১ জুলাই ঃ রাঙিরখাড়ির বাসিন্দা বছর কুড়ির পিংকি রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার তার বাড়িতে মৃতার পরিবারের সাথে দেখা করেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর সদস্যরা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পিংকির শোচনীয় পরিনতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে মৃতার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার আর্জি জানান তাঁরা। এদিন পরিবার বর্গের সাথে আলাপ আলোচনার পর সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় বলেন যে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় যে এই অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের একটি অভিযোগনামা লিখে দেবার জন্য অর্থ চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে প্রতি থানার দারোগাদের এফ আই আর লেখার ব্যাবস্থা রাখতে হবে যাতে সবাই তাদের অভিযোগ যথা সময়ে প্রশাসনকে জানাতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের থানা থেকে জনৈক ব্যাক্তির কাছে পাঠানো হয়েছে যাকে অভিযোগনামা লেখানোর বিনিময়ে গরীব এই পরিবারের সদস্যদের টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া মৃতদেহ সনাক্তকরণের ব্যাপারে পুলিশ তাদের সাহায্য করেনি, উল্টে একা পরিবারের সদস্যদের ধোয়ারবন্দ পাঠিয়েছে। এমনকি ধোয়ারবন্দ থানায়ও এই ব্যাপারে যথাযথ সহযোগিতা করা হয়নি। প্রদীপবাবু বলেন যে, এই যদি পুলিশ প্রশাসনের অবস্থা হয় তবে আগামীতে এমনি আরো ঘটনা ঘটবে। তাই তিনি অবিলম্বে জেলার পুলিশ সুপারকে এই ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত ও উভয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানিয়েছেন। প্রদীপ বাবু এদিন বলেন যে মৃতার পরিবারবর্গকে তাঁরা শুধু সান্ত্বনাই জানাতে পারেন, আর কিছু করার নেই। তবে যেহেতু পিংকি এই পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম সদস্য ছিল তাই সরকার তথা স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়ককে তাঁরা পিংকির পরিবারকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দেবার আবেদন জানাচ্ছেন। এছাড়া পিংকির মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ভাইকেও তাঁরা সরকারি চাকরি দেবার দাবি জানান। সবশেষে পিংকির বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন বিডিএফ সদস্যরা। বিডিএফ এর পক্ষ থেকে এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হৃষীকেশ দে, কল্লার্ণব গুপ্ত, জয়দীপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। বিডিএফ এর পক্ষ দেবায়ন দেব এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১৩০৯টি রেলওয়ে স্টেশনকে তাদের উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

২১ জুলাই ঃ মডেল স্টেশন স্কিমটি ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়েতে আপগ্রেডেশনের জন্য ৫৯৪টি স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের এই ৩৪টি স্টেশনগুলির মধ্যে আপগ্রেডেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এবং সমস্ত চিহ্নিত স্টেশনগুলি এই প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা হয়েছে। মডেল স্টেশন স্কিমের অধীনে বিকশিত অঞ্চল-ভিত্তিক স্টেশনগুলির একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি, ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই স্কিমটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির সাথে অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে স্টেশনগুলির বিকাশকে কল্পনা করে। এতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং স্টেশানে সুযোগ-সুবিধার উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে তাদের বাস্তবায়ন জড়িত, যেমন স্টেশন অ্যাক্সেসের উন্নতি, পরিচলন এলাকা, ওয়েটিং হল, টয়লেট, লিফটএসকেলেটর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফ্রি ওয়াই-ফাই, স্থানীয় পণ্যের জন্য কিয়স্ক। এই জাতীয় প্রতিটি স্টেশনে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে 'একটি স্টেশন এক পণ্য', আরও ভাল যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক বৈঠকের জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং ইত্যাদির মতো স্কিম।

পুরুলিয়ায় বজ্রঘাতে মৃত ২, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ জুলাই ঃ পুরুলিয়ার বরাবাজার থানার ধেলাতবামু এলাকায় মাঠে খেলার সময় তুমুল বৃষ্টি, সঙ্গে আচমকা বজ্রঘাতে গুরুতর জখম হয় ১২ জন। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। আহতদের পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। মৃতদের নাম সুজল প্রামাণিক ও বেলানি মুর্মু। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকার বাসিন্দা খোকন প্রামাণিক বলছেন, ওরা মাঠে খেলতে গিয়েছিল। বৃষ্টি শুরু হতেই এলাকার এক মহিলার বাড়িতে ওরা সবাই আশ্রয় নেয়। তখনই আচমকা বাজ পড়ে। তাতেই ওরা সবাই জখম হয়। হাসপাতালে নিয়ে এলেও দুজনকে বাঁচানো যায়নি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical), KMC** invites E-tender by two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/19/INST/62/VI/II/23-24
Name of the work : **Replacement of old and damage lights, fans and other electrical accessories at 2 no. Ripon Sq. Community Hall in ward no.-62, Br-VI, KMC**. Estimate Amount: Rs. **2,29,536.64**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid: **04.08.2023 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2023** at **4 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SM-06/23-24 (1st call)
Name of works : **Construction of remaining portion of boundary wall of stone stack yard including raising wall behind E.E (M) office building under Asphaltum Palmer Bazar Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,122.50**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **02.08.2023** at **11 a.m.** Bid opening date for technical proposals (Online): **04.08.2023 at 11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SM-03/23-24 (1st call)
Name of works : **Construction of Toilet Block at the 1st floor of E.E (M) office building inside plant premises under Asphaltum Palmer Bazar Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,96,812.79**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.08.2023** at **11 a.m.** Bid opening date for technical proposals (Online): **07.08.2023 at 11 a.m.**
3. NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SM-01/23-24 (1st call)
Name of works : **Renovation of oil pump room of DM 50 plant along with raising of oil tank beside oil room and LP work surrounding oil room and oil tank under Asphaltum Palmer Bazar Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,96,289.62**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **07 Days**.
4. NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-051/2022-23 (1st call)
Name of works : **Improvement of road surface near pre. no.-36, 40, 79 Dhali Para and its surrounding area in ward no.-143, Br-XVI under Roads (M) Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,01,119.10**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00.** Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **03.08.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 3) and **03.08.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 4). Bid opening date for technical proposals (Online): **05.08.2023** at **11 a.m** (for sl. no. 3) and **05.08.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 4).
5. NIT No. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-04/23-24 (1st call)
Name of works : **Development of road surface at Bipra Das Street from Garpar Road Crossing to Canal West Road by lowering and allied works, in ward no.-28, Br-IV KMC under Roads (M) Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,823.24**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **12 Days**.
6. NIT No. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-05/23-24 (1st call)
Name of works : **Development of road surface at Taran Krishna Naskar Lane to 50, Chaulpatty Road by lowering and allied works, in ward no.-33, Br-III, under Roads (M) Department**. Estimate Amount(Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,956.41**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of submission of bid: **05.08.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **22.07.2023** after **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) and **25.07.2023** after **5 p.m.** (for sl. no. 5 & 6) from the website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1, 2, 3, 5 & 6) and **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 4).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC** invite tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/003/04/2023-2024/BS
Name of works : **Development of bustee sewer line at 83E/1/B/H/23, 83L/H/2, 83/F/H/8, 83E, 83M, 83/E/H/1, 64/65, Belgachia Rd., 1/5C, 1/7A/10, J.K. Ghosh Rd in ward no.-003.** Estimate Cost(Including GST & CESS): **Rs. 4,05,835.00**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00.**
2. NIT No. : KMC/EEC/I/003/10/2023-2024
Name of the work : **Renovation of bathing platforms at 64/1/2, 64/1/6, Khudiram Bose Sarani, 21, 22, R.M. Road, 8A/2, 18/3, Beerpara Lane and different places in Wd-003**. Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,47,169.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**
3. NIT No. : KMC/EEC/I/004/14/2023-2024/BS
Name of the work : **Improvement of bustee privy at 21/H/19, 21/H/36, Dum Dum Road in ward no.-004**. Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,24,823.00**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **30 Days** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/EEC/I/005/06/2023-2024/BS (2nd call)
Name of the work : **Restoration of damaged bustee IPS passages at 20/1/1 Belgachia Road, 34, Bonomali Chatterjee Street and other bustee areas in ward no.-005**. Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 1,99,345.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEC/I/004/16/2023-2024 (2nd call)
Name of the work : **Improvement of privy at 49/H/7, Rani Harshamukhi Road and 21/C/H/1, Dum Dum Road Mitra Bagan in ward no.-004**. Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,99,873.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **02.08.2023** upto **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on: **04.08.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **21.07.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/007/2023-2024/R
Name of work : **Construction of covered drain with allied passage near H/No. V-7, V-2, V-2/B, S.A. Farooque Road in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 4,69,784.65**. Earnest Money: **Rs. 9,400.00**. Period of Completion: **75 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/020/2023-2024/R
Name of work : **Repairing of C/C and I.P.S. passage with allied work near H/No. Q-661, Q-584/2, Q-537, Q-523, Q-523/B/2, Pakuria Talab Lane & Q-510, Q-487, Q-509/2/G/1, Molla Bagan Lane, in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,80,995.41**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **60 Days.**
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/019/2023-2024/R
Name of work : **Repairing of road by laying hot mixture at Gulab Rob Lane, Gulam Molla Lane, Slaughter House Road etc. in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,88,445.91**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2023** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Date of opening of tender: **07.08.2023 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/021/2023-2024/R
Name of work : **Repairing of I.P.S. & Cement Concrete passage with allied work near H/No. V-87, V-71 Heder Ara Lane, V-212 Amtolla Lane, V-50, V-51 Karbala Road etc. in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 2,64,199.02**. Earnest Money: **Rs. 5,300.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2023** at **11 a.m.** Date of opening of tender: **10.08.2023** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) and **28.07.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 4).
5. NIT No. : KMC/XV/139/012/2023-2024/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Construction of surface drain with allied work near H/No. U-61, U-63, U-63/1 Munshi Para Lane, under slum area, in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 4,97,685.12**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**
6. NIT No. : KMC/XV/139/015/2023-2024/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Construction of new surface drain near H/No. Q-483, Q-483/1, Mola Bagan Lane under slum area, in ward no.-139, Br.-XV.** Estimated Cost(Including GST & CESS): **Rs. 3,12,362.85**. Earnest Money: **Rs. 6,300.00.** Period of Completion: **45 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **25.07.2023 at 12 noon** (for sl. no. 5 & 6). Documents download/sell start date (online): **25.07.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 5 & 6). Documents download/sell end date (online): **05.08.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 5 & 6). Bid submission start date (online): **25.07.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 5 & 6). Bid submission closing (online): **05.08.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 5 & 6). Bid opening date for technical proposals (online): **07.08.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following work (submission of bid through online:
NIT No. : KMC/WS/WEST/02/2023-24
Name of the work : **Construction of RCC Pile and other ancillary works for protection of the pipe Bridge near Doi Ghat Pumping Station.** Estimate Amount: **Rs. 2,89,464.00**. Earnest Money: **Rs. 5,789.00.** Time of Completion: **20 Days**. Last date of online submission of tender: **14.08.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserve the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (Civil)/E&H, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : EH/MISC/01/2023-24 (R1), (2nd call)
Name of the work : **Cleaning of waterbody for urgent basis from Borough X to XVI.** Estimated Amount: **Rs. 4,94,522.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **210 Days**. Last date of submission of bid: **03.08.2023 at 12 noon** The bid forms and other details shall be available on and from **21.07.2023 at 12 noon** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

470/23-24

টেস্ট শতরানে ব্র্যাডম্যানকে ছুঁলেন বিরাট

ত্রিনিদাদ, ২১ জুলাইঃ দিনের শুরুতেই দ্বিতীয় নতুন বল নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্ট্রাইকে বিরাট কোহলি। বোলিং শুরু করেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। দিনের প্রথম রান যোগ করতে খুব সমস্যা হল না। দিনের দ্বিতীয় ওভারে আক্রমণে কেমার রোচ। আউটফিল্ড খুবই স্লো। জাডেজার অনবদ্য একটা শট বাউন্ডারি অবধিই পৌঁছল না। ফিল্ডার ভেবেছিলেন বাউন্ডারি, বল থামার পর দৌঁড়ান তিনি। দর্শকরা অপেক্ষায় ছিলেন বিরাট সেঞ্চুরির। বিরাট কোহলি এই ইনিংসে অনেক বেশি ফোকাসড। বাঁ হাতি স্পিনার জোমেল ওয়ারিক্যানকে আক্রমণে আনেন ক্রেগ। দ্বিতীয় বলে সিঙ্গল নিয়ে ৯৬ রানে বিরাট। কিপার জোসুয়া ডিসিলভা চেষ্টা করছিলেন কোহলির মনসংযোগ ভাঙার। ওভারের শেষ বলে সিঙ্গল নিয়ে ৯৭ রানে কোহলি। পরের ওভারে, ইনিংসে নিজের ১৮০ তম ডেলিভারিতে অনবদ্য কভার ড্রাইভে টেস্ট কেরিয়ারের ২৯তম সেঞ্চুরিতে পৌঁছলেন বিরাট কোহলি। কেরিয়ারের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ শততম ঐতিহাসিক ম্যাচে শতরানের সংখ্যায় ডন ব্র্যাডম্যানকে ছুঁলেন বিরাট কোহলি। ঝুঁকে সেলাম জানালেন দর্শক এবং সতীর্থদের।

যশস্বী জয়সওয়াল বলছেন

‘বিরাট ভাইয়ার সঙ্গে খেলতে পেরে আমি ধন্য’

ত্রিনিদাদ, ২১ জুলাইঃ ‘বিরাট কোহলি কিংবদন্তি। তাঁর সঙ্গে খেলতে পেরে আমি ধন্য।’ ত্রিনিদাদ টেস্টের প্রথম দিনের শেষে এই কথাগুলো বলে গেলেন ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। বিরাট কোহলি তাঁর ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন। কোহলির সঙ্গে ব্যাটিং করা, ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া, তাঁর থেকে খুঁটিনাটি বিষয় শেখা যে কোনও তরুণ ক্রিকেটারের স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে যশস্বীর। ডমিনিকা টেস্টে ড্রিম ডেবিউয়ের পর ত্রিনিদাদ টেস্টেও ভারতের একাদশে রয়েছেন যশস্বী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট কেরিয়ারের সূচনা হয়েছে এই বাঁ হাতি তরুণ তুর্কির। কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টে হাফসেঞ্চুরি করেছেন তিনি। রোহিত শর্মার সঙ্গে ফের তাঁর ওপেনিং জুটি হিট হয়েছে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের শততম টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে কী কী বললেন যশস্বী? ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৫০০তম ম্যাচে খেলছেন বিরাট কোহলি। তাঁর মতো কিংবদন্তির সঙ্গে খেলতে পেরে ধন্য হয়েছেন। এমনটাই মনে করেন যশস্বী। তাই প্রথম দিনের খেলার শেষে তিনি বলেন, ‘‘বিরাট ভাইয়াকে ব্যাটিং করতে দেখাটা অসাধারণ। আমি আর কী বলতে পারি। তিনি কিংবদন্তি। আমি তাঁর সঙ্গে খেলতে পেরে ধন্য। তাঁর কাছ থেকে ক্রিকেট এবং বাইরের অনেক কিছু শেখার রয়েছে।’’ তরুণদের সব সময় সাহায্য করেন বিরাট কোহলি, রোহিত

শর্মারা। এই প্রথম বার জাতীয় দলে খেলা যশস্বী তাই সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন। কোচ রাহুল দ্রাবিড়, সিনিয়র এবং সতীর্থ বিরাট-রোহিতদের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেন যশস্বী। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কি এই নিয়ে বলেন, ‘‘কোনও বিষয় বোঝানোর প্রত্যেকের আলাদা ধরণ রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ। আমি ওদের পরামর্শ খুব মন দিয়ে শুনি। সেখান থেকে তথ্য নিয়ে কাজে লাগানোর চেষ্টাও করি। ওদের অভিজ্ঞতা শোনা, পরামর্শ পাওয়া এগুলো অসাধারণ অনুভূতি।’’ প্রসঙ্গত, পোর্ট অব স্পেনে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৭৪ বলে ৫৭ রানের ইনিংস উপহার দিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

বুমরাদের ফিটনেস নিয়ে বড় আপডেট দিল ভারতীয় বোর্ড

মুম্বই, ২১ জুলাইঃ অক্টোবরে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। তার আগে আগস্টের শেষে রয়েছে এশিয়া কাপ ক্রিকেট। লোকেশ রাহুল, জসপ্রীত বুমরাদের বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে কিনা, এই নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা রয়েছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে মাঠের বাইরে টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা। অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাওয়া যায়নি। দলের একঝাঁক সিনিয়র ক্রিকেটার রিহ্যাব করছেন। তাঁদের নিয়ে মেডিকাল আপডেট দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে দুই পেসার জসপ্রীত বুমরা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, দুই পেসারই সুস্থতার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দু-জনই নেটে বোলিং করছেন নিয়মিত। তবে জাতীয় দলে

ফেরার আগে ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য ম্যাচ প্রয়োজন। তাঁদের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচের ব্যবস্থা করছে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁদের ফিটনেস দেখেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এশিয়া কাপে দেখা যেতে পারে এই দুই পেসারকে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে থাই মাসলে চোট পান রাহুল। আইপিএলের বাকি ম্যাচে আর তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁরও অস্ত্রোপচার হয়েছে। ঘরের মাঠে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে চোট পান শ্রেয়স আইয়ার। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তাঁকে পাওয়া যায়নি। রাহুল এবং শ্রেয়সের স্ট্রেন্থ এবং ফিটনেস ট্রেনিং চলছে। নেটে সামান্য ব্যাটিংও করছেন রাহুল। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ করেছিল তাঁর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্টস। গত ডিসেম্বরে গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ঋষভ পন্থ। তাঁর মাঠে ফিরতে আরও সময় লাগবে। অল্প সময়ে ঋষভের উন্নতিতে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় বোর্ড। ঋষভের জন্য আলাদা ফিটনেস প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেছে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম।

মাদ্রিদে দেখেছিলেন কোচ, দুই তরুণ তুর্কিকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ অভিজ্ঞদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মে ভরসা রাখছে ইস্টবেঙ্গল। ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের দুই ফুটবলারকে সই করাল লাল-হলুদ। দু-জনকেই দারুণ প্রতিভাবান হিসেবে দেখছে ভারতীয় দলও। অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় দলের এই দুই ফুটবলার হলেন ভানলালপেকা গুইতে এবং গুরনাজ সিং গ্রেওয়াল। ঠিক কত বছরের জন্য তাঁদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, তা অবশ্য খোলসা করেনি ইস্টবেঙ্গল। তবে পরিষ্কার বলা হয়েছে, এই দুই তরুণ ফুটবলারকে দীর্ঘ চুক্তিতে সই করানো হয়েছে। ভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৭ দলের দুই মিডফিল্ডার এই বয়সেই নজর কাড়ছেন। তাঁদের সই করাতে পেরে উচ্ছ্বসিত লাল-হলুদ শিবির। ইমামি গ্রুপের কর্তা সন্দীপ আগরওয়াল বলছেন, ‘‘গুইতে এবং গুরনাজ, দু-জনই অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় দলের হয়ে নজর কাড়ছে। ভবিষ্যতের ভাবনা থেকেই এই দুই ফুটবলারকে সই করানো হল।’’ লাল-হলুদের নতুন বিদেশি কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের পরামর্শেই এই দু-জনকে সই করানো হয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৭ দলে গুইতে এবং গুরনাজকে দেখে পছন্দ হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচের। এ বছর অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের আগে স্পেনে প্রস্তুতি ম্যাচে এই দু-জনের খেলা দেখেন কুয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, ‘‘কয়েক মাস আগে গুইতে এবং গুরনাজকে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের হয়ে মাদ্রিদে খেলতে দেখেছি। এই দুই তরুণ ফুটবলার আমার নজর কেড়েছে। খেলার ধরন, টিমের প্রতি দায়বদ্ধতা দারুণ। তরুণ প্লেয়ারদের তুলে আনা খুবই জরুরি। আশাকরি, পেশাদার ফুটবলে ওদের আরও দক্ষ করা যাবে। আমি নিজে বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছি। চাইব, তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দিতে।’’ গত বছর অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা ফুটবলার হয়েছিলেন গুইতে। এছাড়াও অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে নজর কেড়েছেন। গুইতে আইজলের ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলে নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত। ১৬ বছরের এই মিডিও বলছেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুযোগ দারুণ গর্বের। কোচ কুয়াদ্রাত এবং দলের সিনিয়র সতীর্থদের থেকে যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা করব।’’ আর এক মিডফিল্ডার গুরনাজ বলছেন, ‘‘আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য কোচ এবং ইস্টবেঙ্গলের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঐতিহ্যশালী ইস্টবেঙ্গল জার্সি পরার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।’’

মেয়েদের বিশ্বকাপে জয় স্পেনের, কানাডাকে আটকে দিল নাইজেরিয়া

অকল্যান্ড, ২১ জুলাইঃ চার মিনিটে তিন গোল। মেয়েদের বিশ্বকাপের দাপটের সঙ্গে অভিযান শুরু করল স্পেন। শুক্রবার কোস্টা রিকাকে তারা হারিয়ে দিল ৩-০ গোলে। প্রথম ম্যাচেই তারা বুঝিয়ে দিল, ট্রফি তোলার ব্যাপারে বাকিদের থেকে এগিয়ে থেকেই নেমেছে। দিনের অন্য ম্যাচগুলিতে, কানাডা গোলশূন্য ড্র করেছে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে। সুইজারল্যান্ড ২-০ হারিয়েছে ফিলিপিন্সকে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে স্পেনকে নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। কারণ, তাদের একের পর এক ফুটবলারের চোট পাওয়ার সংখ্যা বাড়ছিল। কিন্তু প্রথম ম্যাচ দেখে চোটের ব্যাপারে বোঝাই যায়নি। বিরতি পর্যন্ত ৮০ শতাংশ বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল স্পেনের পায়ে। ২২ মিনিটে প্রথম গোল করে তারা। তবে সেটি আত্মঘাতী। এক মিনিট পরে মাটি ঘেঁষা নিচু শটে গোল করেন বোনমাতি। দু’মিনিট পরে তৃতীয় গোল এস্থার গঞ্জালেসের। এ দিকে, কানাডাকে আটকে দিয়ে চমকে দিয়েছে নাইজেরিয়া। নায়ক নাইজেরিয়ার গোলকিপার চিয়ামাকা নাডোজি। বিপক্ষের ক্রিস্টিন সিনক্লেয়ারের পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন তিনি। পুরুষ এবং মহিলা দুই বিভাগ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি (১৯০) গোল রয়েছে সিনক্লেয়ারের। দিনের অপর ম্যাচে ফিলিপিন্সকে ২-০ হারিয়েছে সুইজারল্যান্ড।

বছর শেষে তিলোত্তমায় বসবে আইপিএল-২০২৪ এর নিলামের আসর?

আইপিএল এ বার ১০০ কোটির!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ১৬তম আইপিএলের রেশ এখনও বহু ক্রিকেট প্রেমীদের কাটেনি। এদিকে দেশ-বিদেশের ক্রিকেটাররা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন জাতীয় দলের ডিউটিতে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, আগামী বছরের আইপিএলের নিলাম হবে এ বছরের শেষে, ডিসেম্বরে। আবার চলতি বছরের শেষে প্রোটিয়া সফরে যাওয়ার কথা ভারতীয় দলের। সেই সফরে ৩টি টি-২০ ম্যাচের পর থাকবে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। তারপর মহাত্মা গান্ধি ও নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ টেস্টের ফ্রিডম সিরিজ। ফলে এমনটা হতেই পারে যে, ভারতের ক্রিকেটাররা বছর শেষে যখন প্রোটিয়া সফরে যাবেন, তখন দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের আইপিএলের নিলাম। ক্রীড়া ওয়েবসাইট ইনসাইডস্পোর্ট-কে বিসিসিআইয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষে হবে নিলাম। ক্রিসমাসের দিন আইপিএল নিলাম হবে না। বিসিসিআই সবদিক বিবেচনা করে একটি তারিখ ঠিক করবে। ২০২৩ সালের আইপিএলের মিনি নিলাম হয়েছিল কোচিতে, ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। সেই সময় ছুটির মরসুম বলে বিসিসিআই নিলামের জন্য হোটেল বুক করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি বিদেশি কোচ ভারতে সেই সময় ছিলেন না। ফলে তাঁরা ভার্চুয়ালি নিলামে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সব দিকগুলি মাথায় রেখেই এ বারের নিলামের দিনক্ষণ বাছতে চলেছে বিসিসিআই। আইপিএল-২০২৪ এর নিলামের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে ওডিআই বিশ্বকাপের পর। ভেনু হিসেবে মুম্বই, জয়পুর, আমেদাবাদ কোচির পাশাপাশি উঠে এসেছে কলকাতার নামও। আরও এক পরিবর্তন থাকছে। গত বারের নিলামে বাজেট ছিল ৯৫ কোটি। এ বার তা বেড়ে হচ্ছে ১০০ কোটি। আগামী বছরের আইপিএলের নিলামের আগে বিসিসিআইয়ের কাছে বর্তমান ফোকাস ওডিআই বিশ্বকাপে। এই নিয়ে বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, ‘‘আমাদের ফোকাস আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপেই। তাই ক্রিকেট বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরই আইপিএল সংক্রান্ত সব কিছু নিয়ে ভাবা হবে। যদিও খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহ নাগাদ নিলাম হবে। তবে এই নিয়ে সমস্ত আলোচনা হবে আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর।’’

এমবাপেকে পিএসজির ১০ বছর আর ১০০ কোটি ইউরোর অবিশ্বাস্য চুক্তির প্রস্তাব

প্যারিস, ২১ জুলাইঃ কীভাবে কিলিয়ান এমবাপেকে ধরে রাখা যায় প্যারিসে আর কীভাবেই-বা ঠেকানো যায় তাঁর রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া! অনেক ভেবেচিন্তে হয়তো একটা উপায়ই পেয়েছে পিএসজি। সেটি অবিশ্বাস্য এক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েই। ডিফেন্সা সেন্ট্রাল সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এরই মধ্যে এমবাপেকে পিএসজি অবিশ্বাস্য সেই চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। কী সেই অবিশ্বাস্য প্রস্তাব? ডিফেন্সা সেন্ট্রালের খবর অনুযায়ী, ফরাসি ফরোয়ার্ডকে পিএসজি ১০ বছর মেয়াদি ১০০ কোটি ইউরোর এক প্রস্তাব দিয়েছে। এ প্রস্তাব মেনে নিলে ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্যারিসেই থাকবেন এমবাপে। প্রকারান্তরে এটা আজীবন চুক্তির মতোই। খেলাধুলার ইতিহাসেই এটাই হবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চুক্তি! লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর পিএসজিকে এমবাপে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, আগামী মরসুমে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে আর থাকবেন না প্যারিসে। সেই সময় তিনি নাকি বলেছিলেন, অর্থকড়ি তাঁর কাছে বড় নয়। রিয়াল মাদ্রিদে খেলাটা তাঁর স্বপ্ন এবং তিনি সেখানেই যেতে চান। এমবাপে পিএসজিকে চিঠি দিয়ে চুক্তি নবীকরণ না করার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে এবারের দলবদলে বিক্রি করতে উঠেপড়ে লেগেছে পিএসজি। এর কারণও আছে। আগামী মরসুমে মুক্ত খেলোয়াড় (ফ্রি এজেন্ট) হয়ে যাবেন এমবারে। সে ক্ষেত্রে দলবদলের টাকা পাবে না পিএসজি। তবে এমনও খবর এসেছিল যে এমবাপে এখনই পিএসজি ছাড়তে চান না। তিনি চুক্তির মেয়াদ শেষ করেই পিএসজি ছাড়তে চান। কারণ, চুক্তির মেয়াদ শেষ করে প্যারিস ছাড়লে বড় অঙ্কের আনুগত্য বোনাস পাবেন তিনি। পিএসজি অবশ্য এসবের মধ্যে না গিয়ে বিশাল প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে প্যারিসেই রেখে দিতে চাইছে।

ইন্টার মায়ামিতে মেসি-বুসকেতসের পর আলবা, আলোচনায় ইনিয়েস্তাও

ফ্লোরিড, ২১ জুলাইঃ ইন্টার মায়ামি কি তবে বার্সেলোনার ‘আমেরিকান সংস্করণ’ হতে চলেছে? প্রথমে লিওনেল মেসি এরপর সের্হিও বুসকেতস। এই দুজনকে গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মায়ামি। মেসি, বুসকেতস প্রথমবার মাঠে নামার আগে বার্সেলোনার আরেক সতীর্থকে দলে পেয়ে গেছেন। ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, স্প্যানিশ ডিফেন্ডার জর্দি আলবাকে সই করিয়েছে তারা। এখানেই শেষ হচ্ছে না, ৩৯ বছর বয়সি আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাও মায়ামিতে যোগ দিতে পারেন বলে দলবদল বাজারে আলোচনা আছে। একের পর এক বার্সেলোনার প্রাক্তন খেলোয়াড়দের যোগদানে ইন্টার মায়ামি ‘আমেরিকান বার্সা’য় পরিণত হতে চলেছে বলে মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা। মায়ামি ৩৪ বছর বয়সি আলবাকে চুক্তিবদ্ধ করার খবর দিয়েছে বৃহস্পতিবার। ১১ মরসুম বার্সেলোনায় কাটানো এই লেফট ব্যাক সেখানে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৬০৫টি ম্যাচ খেলেছেন। রক্ষণের খেলোয়াড় হলেও আক্রমণ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাঁর, ৩৭ গোল ও ১০৭ অ্যাসিস্ট যার প্রমাণ। ইন্টার মায়ামির বিবৃতিতে ক্লাব পরিচালক ক্রিস হেন্ডারসন বলেন, ‘‘এক দশকের বেশি সময় ধরে নিজেকে তিনি ফুটবলের সেরা ফুল-ব্যাকদের একজন হিসেবে প্রমাণ করেছেন, বিশেষত রক্ষণে দৃঢ়তা ও আক্রমণে অবদান রাখার সক্ষমতায়।’’ অফসাইডার নামের একটি সংবাদমাধ্যমের সূত্রে স্পেনের এএস জানিয়েছে, বার্সেলোনার প্রাক্তন তারকা মিডফিল্ডার ইনিয়েস্তা ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এরই মধ্যে নাকি দুই পক্ষ চুক্তির বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। তবে এএস জানিয়েছে, ইনিয়েস্তা-মায়ামির বিষয়টি এখনো বেশি দূর গড়ায়নি। ৩৯ বছর বয়সি ইনিয়েস্তা কিছুদিন আগে জাপানের ভিসেল কোবে ছেড়েছেন।

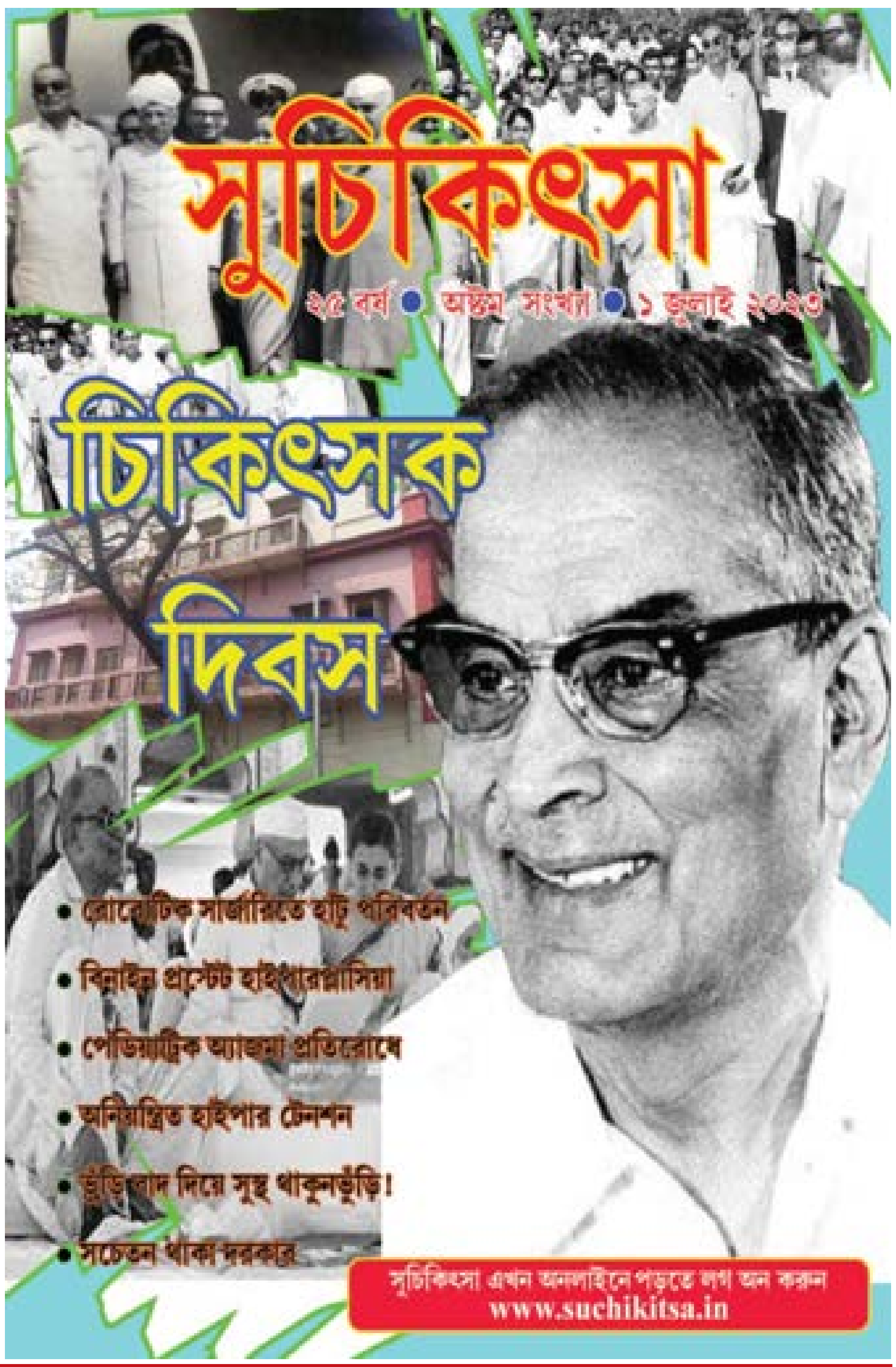

নেইমারের ছেলে হলে নাম রাখবেন ‘মেসি’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমারের বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্কের মধ্যে এই দুজনের বন্ধুত্ব বরবারই শান্তির উদাহরণ হয়ে সামনে এসেছে। ২০২১ সালের কোপা আমেরিকার ফাইনাল শেষে মেসিকে জড়িয়ে নেইমারের কান্না কিংবা ড্রেসিংরুমে দুজনের আড্ডার ছবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বেশ। এমনকি মেসির বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজি যাওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা ছিল নেইমারের। বিশ্বকাপ জয়ের পর বন্ধু মেসিকে শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। তবে বন্ধুত্বের এসব দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে গেছে নেইমারের নতুন এক মন্তব্যে। সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম কেইজটিভির পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাঁর ছেলে হলে কী নাম রাখবেন? এক শব্দের উত্তরে নেইমার বলেন,‘মেসি’। কদিন আগেই বাবা হওয়ার খবর দিয়েছিলেন নেইমার। এরপর পিএসজি তারকার প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দির ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে জানান তাঁরা এক কন্যাসন্তানের বাবা-মা হতে চলেছেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিয়ানকার্দি লিখেছিলেন, ‘আমরা এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলাম। কন্যা, তোমাকে সরাসরি দেখার তর সইছে না। তুমি আমাদের সবচেয়ে দুর্দান্ত উপহার।’ এবার কন্যাসন্তানের বাবা হলেও ভবিষ্যতে যদি ছেলের বাবা হন, তবে মেসির নামে তার নাম রাখার কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন নেইমার। ২০১৩ সালে নেইমার বার্সেলোনা

যাওয়ার পর থেকেই মূলত মেসির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের শুরু। বার্সার হয়ে মাঠে দারুণ এক জুটি জমিয়ে তোলেন দুজনে। কিন্তু ২০১৭ সালে নেইমার বার্সা ছেড়ে পিএসজি চলে গেলে সাময়িক ছেদ পড়ে দুজনের সম্পর্কে। শারীরিক দূরত্ব বাড়লেও দুজন অবশ্য মানসিকভাবে একে-অপরের কাছাকাছিই ছিলেন। মাঝে মেসি একবার নেইমারকে বার্সায় ফেরানোর উদ্যোগও নিয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি। তবে মেসি না পারলেও নেইমার ঠিকই পেরেছেন দুজনকে ফের এক বিন্দুতে মেলাতে। ২০২১ সালে মেসিকে বাধ্য হয়ে বার্সা ছাড়তে হলে এগিয়ে আসে পিএসজি। আর মেসির জন্য প্যারিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ করে দিয়েছিলেন নেইমারই। মেসির পিএসজি-যাত্রা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভালো ফল আনেনি। হতাশা নিয়েই এবারের দলবদলে পিএসজি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। পিএসজিতে মেসি-অধ্যায় নিয়ে নেইমার বলেছেন, ‘‘আমি ওর পিএসজিতে আসার বিষয়টা আগেই জেনেছিলাম। বার্সেলোনায় শেষ দুই সপ্তাহ খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়েছিল মেসি। আমি ওই সময় ওকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, সে বার্সেলোনা ছেড়ে কোথায় যাবে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারছিল না। পরে পিএসজির সঙ্গে কথা পাকা হওয়ার পর সে আমাকে তা জানায়। মেসি প্যারিসে দুই বছর মোটেও আনন্দ নিয়ে থাকতে পারেনি।’’ মেসি-নেইমার-এমবাপের মতো তারকা থাকার পরও পিএসজির ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেইমার বলেছেন, ‘‘গ্যালাকটিকোও রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেনি। সুতরাং এমন হতেই পারে। আমাদের তিনজনকেই বিশ্বসেরা বলা হয়। পিএসজিতে আমাদেরকে নিয়ে একটা দুর্দান্ত দল গড়া হয়েছিল। আমাদের ব্যর্থতাটা পুরোপুরি ফুটবলীয়।’’ বিস্তারিত বলতে গিয়ে নেইমার দুর্ভাগ্যের কথাই বলেছেন, ‘‘দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দলে সমন্বয়টা ঠিক হয়নি। আমরা সবকিছুই জিততে চেয়েছি, কিন্তু আসল জিনিসই জিতিনি। আমরা নিজেরা কিন্তু ঠিক ছিলাম। কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু ফুটবলে অনেক সময় অনেক কিছুই ঘটে, যেটা প্রত্যাশিত নয়। আমাদের ব্যর্থতাটা তেমনই একটা জিনিস। ফুটবল তো আর কেক তৈরির রেসিপি নয়।’’

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501